ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-166 ■ 25 March, 2025 ■ আগরতলা ২৫ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ১১ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

বিভিন্ন অপরাধ মূলক মামলায় সাজার হার ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা সোমবার বলেছেন যে ত্রিপুরায় সাজার হার বিগত তিন বছরে ২১ু বৃদ্ধি পেয়েছে। সদ্য প্রণীত ৩টি ফৌজদারি আইন কার্‌যকর কার্‌যকর করার জন্য ত্রিপুরার আটটি জেলায় ডেপুটি ডিরেক্টর অফ প্রসিকিউশন অফিস স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে রাজ্যে ফৌজদারি মামলায় শাস্তির শতকরা হার রয়েছে ২৯.৮০ু। বিগত বছরগুলির চাইতে বর্তমানে সাজার হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সোমবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে স্বরাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়ে আনীত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে নিবন্ধিত মোট ফৌজদারি মামলার সংখ্যা ২০২২ সালে ৪,৫৩২টি, ২০২৩ সালে ৫,০০২টি এবং ২০২৪ সালে ৪,০৩৩টি। চার্জশিট দায়ের হয়েছে ২০২২ সালে ৩,৫৪৮টি, ২০২৩ সালে ৩,৯৭০টি এবং ২০২৪ সালে ২,৯১০টি। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২২ সালে ৬৫০ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রেকর্ড করা হয়েছিল। যা ২০২৩ সালে ৬৪০ এবং ২০২৪ সালে ৮১১। ২০২৪ সালে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর সংখ্যা ১,৫৯৬ জন। এই পরিসংখ্যান থেকে ২০২২/২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সাজার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালের তুলনায় ২৪ সালে সাজার হার ২০ু এবং ২০২৩ সালের তুলনায় ২৪ সালে সাজার হার ২১ু বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রসিকিউশনকে আরো শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য আইন পাশ হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাজার হার নিশ্চিত করতে নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন বলবৎ করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে - ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ (বিএনএস), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (বিএসএ)। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে উত্তর পূর্বের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাজ্যের তরফে এই তিনটি আইন নিয়ে কি কি করা হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় প্রশ্ন তুলললেন বিরোধী দলনেতা

ক্ষমতায় আসার আগে সরকারের প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। গত ২১ মার্চ বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনেই বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। সোমবার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বাজেট প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শুরু হয়। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী ভাষণের মধ্য দিয়ে বাজেট প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শুরু হয়। এদিন বাজেট প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

বিরোধী দলনেতা বলেন বিকশিত ভারত গড়ার যে কথা বলা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত করতে হলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অধিক আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজন। শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন আমাদের দেশের টাকার দাম কমে যাওয়ায় এক লক্ষ বারো হাজার কোটি টাকার বিদেশী বিনিয়োগ কমে গেছে তিনি বলেন নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের রাজ্যের ৩৫ু মহিলা ব্যাংক থেকে সোনার বিনিময়ে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন। মানুষ সর্বস্ব খোয়াচ্ছে। অর্থনীতি ভালো চলছে না। এম এন রেগায় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কতজন কৃষক ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না, স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কলেজে ফ্যাকাল্টি নেই। যেসব আইকনিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে সেগুলো কবে কার্‌যকর হবে সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা।

রাজ্যে এইমস কবে হবে, ধলাই জেলায় মেডিকেল কলেজ কবে তৈরি হবে এবারের বাজেটে এসবের কোন উল্লেখ নেই কেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। রাজ্যে হেলথ হাব তৈরির কথা বলছে সরকার। একটি কিডনি ও একটি হার্ট প্রতিস্থাপন করলেই জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন হয় না বলে তিনি উল্লেখ করেন। এসব বিষয়গুলিকে আরো স্বাস্থ্যকর করার উপর গুরুত্ব আরোপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় তথ্য

৩ বছরে ৯৫টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, ১১২ জনকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। ত্রিপুরায় গত তিন বছরে এখনো পর্যন্ত ৯৫টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ঘটনার সাথে জড়িত মোট ১৩০ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১১১ জনকে সফলভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বিধায়ক নির্মল সরকারের তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের লিখিত জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা এমনটাই জানিয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৩,৩৬,৫৫১ জন নিবন্ধিত বেকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। আজ বিধানসভায় বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা এবং বিধায়ক সুদীপ সরকরের তারকা চিহ্নবিহীন উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে কর্মসংস্থান পরিষেবা এবং জনশক্তি পরিকল্পনা বিভাগের মন্ত্রী তথা টিঙ্কু রায় জানিয়েছেন, রাজ্যে ৩,৩৬,৫৫১ জন নিবন্ধিত চাকরি-প্রার্থী রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, জাতীয় ক্যারিয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সড়ক দুর্ঘয়নায় উদ্বেগ জনক তথ্য, দুই বছরে ১১৭১টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। ত্রিপুরায় গত ২৪ মাসে ১,১৭১টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৭৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ওই দুর্ঘটনায় ১,২৫০ জন আহত হয়েছেন। আজ ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরীর উত্থাপিত এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনার উদ্বেগজনক তথ্য দিয়েছেন। এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০২৩ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ১৪৪ জন নারী ধর্ষিতা, খুন ৩১ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। ত্রিপুরায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৪০টি ধর্ষণ এবং ৩০টি খুনের মামলায় ১৪৪ জন নারী ধর্ষিত হয়েছেন এবং ৩১ জন নারী খুন হয়েছেন। আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বিধায়িকা স্বপ্না দেবর্বমার তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, ৩০টি খুনের মামলায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাদক পাচার ঃ গ্রেপ্তার ১৭১ পুরুষ ৩১ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। মাদক পাচারের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সরকার গত তিন বছরে (২০২২-২০২৪) ৫৪ লক্ষাধিক গ্রাম গাঁজা গাছ, ৮ লক্ষ কিলোগ্রাম শুকনো গাঁজা এবং ৮.৫ লক্ষ কিলোগ্রাম গাঁজার বীজ বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করে। আজ ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সিপিআইএম বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক সুদীপ সরকার এবং বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস এবং কংগ্রেস বিধায়ক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুঁটি থেকে পড়ে বিদ্যুৎ কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পড়ে নিহত হলেন এক সরকারি বিদ্যুৎ কর্মী। ঘটনা নলছড় তকসা পাড়ায়। মৃত ব্যক্তির নাম প্রভাতচন্দ্র দেবনাথ। তার বাড়ি নলছড় বগার বাস।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, প্রভাত চন্দ্র দেবনাথ নলচর বিদ্যুতিক অফিসে হেল্পার গ্রেড ২ টে কর্মরত ছিল। সে আজকে নলচর এলাকার তকসাপারা বিদ্যুতের কাজ করতে যায়। কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায় সে। সঙ্গে সঙ্গে থাকে তকসাপাড়া প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসলে, তার অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তাকে মেলাঘর হাসপাতালে রেফার করা হয়। মেলাঘর আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলো ঘোষণা করে। তার মৃত্যুতে এলাকা গভীর শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

টাকার বিনিময়ে চাকরি, প্রতিবাদে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। চাকরির দাবিতে সোনামুড়া রাঙ্গামাটিয়া ওয়ারজান বিবি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দিল গ্রামবাসী। তাঁদের অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে অঙ্গওয়াড়ি কেন্দ্রে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সোনামুড়া রাঙ্গামাটিয়া ওয়ারজান বিবি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সহয়িকা পদের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে তিনজন মহিলা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। পঞ্চায়েতে তরফ থেকে নাম দেওয়া হয়েছিল শিল্পী বেগম নামে এক মহিলার নাম যার স্বামী নেই। এ নাম শোনার পুরো রাঙ্গামাটি এলাকার জনগণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিষদীয় মন্ত্রীর জাত তুলে কথা বলা নিয়ে উত্তপ্ত বিধানসভা

***নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।।** জাতের পরিচয় প্রসঙ্গে উত্তাল বিধানসভা। সোমবার ছিল বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন। এদিন বাজেটের বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা হয়েছে। তখনই কোনো শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। একসময় মন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে বাক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়।*

মন্ত্রী রতন লাল নাথের বলা "কমিউনিস্টের জাত" শব্দের আপত্তি জানান বিরোধী দলনেতা। পবিত্র বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতার জাত তুলে কথা বলেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এই অভিযোগ তুলে সরব হন বিরোধীরা। ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে বিধানসভা ভবন। যদিও মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, তিনি কমিউনিস্টদের জাত প্রসঙ্গে কথা বলেছিলেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক - বিরোধী তর্কে উত্তপ্ত হয়ে উঠে বিধানসভা।

চিকিৎসকের উপর হামলা ৩ বছরে ৬৩টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্রাপ্ত উদ্বেগজনক তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার এবং চিকিৎসা কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত তিন বছরে এই ধরনের ৬৩টি ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আজ বিধানসভা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাওড়া নদীর পাড়ে খাস জমিতে বসবাসরত ১৯ পরিবারকে উচ্ছেদ নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। আগরতলা শহরের হাওড়া নদীর তীরে অবস্থিত খাস জমিতে বসবাসকারী ১৯ পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে প্রশাসন। স্থানীয় জনগণ জানায়, এসডিএম অফিস থেকে তারা উচ্ছেদের নোটিশ পেয়েছেন এবং ১৭ তারিখের মধ্যে অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বসবাসকারী জনগণের দাবি, এইভাবে উচ্ছেদ করলে তাদের থাকার জন্য কোনো জায়গা থাকবে

না। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই দিন মজুরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন দিনের রাজ্য সফরে বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় এডিজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। তিনদিনের সফরে বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি) রবি গান্ধী আজ ত্রিপুরায় পৌঁছেছেন। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান ত্রিপুরার বিএসএফের মহাপরিদর্শক (আইজি) অশ্বিনী কুমার শর্মা।

বিএসএফ সদর দপ্তরে পৌঁছানোর পর, এডিজি রবি গান্ধীকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। তিনি জাতির সেবায় সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী সাহসী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সীমান্ত আইজি তাকে অপারেশনাল প্রস্তুতি এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত করেন।

এডিজি রবি গান্ধী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা, মুখ্য সচিব জে কে সিনহা, আইএএস এবং ত্রিপুরা পুলিশের ডিজিপি অমিতাভ রঞ্জন, আইপিএসের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রসহস্যজনক ভাবে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৪ মার্চ।। রহস্যজনকভাবে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। আজ সন্ধ্যায় বিশ্রামগঞ্জ বড়কুবাড়ি এলাকা থেকে দিলীপ ধর(৫৭) নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ধোঁয়াশা।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসার নবীন জমাতিয়া সহ পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। বর্তমানে মর্গে রয়েছে মৃতদেহ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জয়পুরে সিপিএম কর্মীদের উপর হামলা দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। দক্ষিণ জয়পুরে সিপিএমের কর্মীদের উপর হামলায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এসপিকে ডেপুটেশন দিলেন বাম নেতৃত্বরা। প্রসঙ্গত, গত শনিবারে দক্ষিন জয়পুরে সভা করতে গিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের হামলার শিকার হয়েছে সিপিআইএম কর্মীরা।

ওই হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন সিপিএমের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক রতন দাস, শুভাশিস গাঙ্গুলি সহ প্রায় ১০জন নেতা কর্মী সমর্থক।পরবর্তীতে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে পশ্চিম আগরতলা থানা ঘেরাও

করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা এদিকে, বিজেপিও সিপিএমের কিছু নেতৃত্বের বিরুদ্ধে থানায় পাল্টা মামলা দায়ের করেন।

আজ ওই ঘটনায় হামলায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আগরতলা রেল স্টেশনে যৌথ অভিযান চালিয়েছপ জিআরপি এবং আরপিএফ। ওই অভিযামে ৮ কিলো ১১০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে একজন নেশাকারবারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা হবে বলে জানিয়েছেন জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস।

জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৫ মার্চ,২০২৫ ইং
১১ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বিশ্ব যক্ষা দিবসের ভাবনা

যক্ষা একটি ভয়ংকর রোগ হইলেও নিয়ম মানিয়া চলেলে এবং সময় মত চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। সচেতনতাই এই রোগ মুক্তির অন্যতম উপায়। যক্ষ্মা দিবস প্রতি বছর ২৪শে মার্চ পালিত হয়। এই দিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন অঞ্চল এবং দেশের অভাবী মানুষদের সাহায্য করে। এই দিনটি টিবি রোগ এই রোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করিতেও কাজ করে। এই দিনে বিশেষ করিয়া যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে অর্জিত সাফল্যগুলি স্মরণ করা হয়। সেই সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে টিবি রোগ নির্মূলে গুরুতর পদক্ষেপ নিতেছে। এই দিনটির মূল উদ্দেশ্য হল যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।১৯৮২ সাল থেকে প্রতি বছর ২৪শে মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালিত হয়। এটি প্রথম শুরু করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। প্রতি বছর এই দিনে অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, দেশের অনেক জায়গায় এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতামূলক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যাহাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এটি সম্পর্কে জানিতে পারে। পাশাপাশি কোনও ধরনের সমস্যা থাকিলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারে। প্রতি বছর বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের জন্য একটি থিম তৈরি করা হয়। এই বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের থিম 'হ্যাঁ! আমরা যক্ষ্মা দূর করতে পারি: প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন, বিনিয়োগ করুন, ফলাফল পান।টিবি বা যক্ষ্ম াকে এখনও বিশ্বে একটি বড় রোগ হিসেবে দেখা হয়। এমন পরিস্থিতিতে, এই দিনটি উদযাপনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। মানুষকে সচেতন করাই দিনটির উদ্দেশ্য। দেখা গিয়াছে, এখনও হাজার হাজার মানুষ এই রোগ সম্পর্কে অবগত নন। এই কারণেই তাহারা রোগটি সম্পর্কে সচেতন নন। কোনও চিকিৎসা ছাড়াই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় তাহাদের। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস মানুষকে এই রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে।বিশ্ব যক্ষা দিবস প্রতি বছর ২৪ মার্চ তারিখে পালিত হয়। যক্ষা রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই রোগ প্রতিরোধ ও নির্মূলের জন্য এই দিনটি পালন করা হয়।১৮৮২ সালের ২৪শে মার্চ ডঃ রবার্ট কক যক্ষার জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ১০০ বছর পর, ১৯৮২ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অ্যাগেইনস্ট টিউবারকুলোসিস অ্যান্ড লাং ডিজিজ এই দিনটিকে বিশ্ব যক্ষা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেয়। এরপর ১৯৯৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই দিনটিকে স্বীকৃতি দেয়।যক্ষা রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

যক্ষা রোগের প্রতিরোধ ও নির্মূলের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।যক্ষা রোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।যক্ষা রোগ নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়তা করা।যক্ষা একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। সময় মতো চিকিৎসা না করাইলে এটি প্রাণঘাতী হইতে পারে। তাই এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ব যক্ষা দিবস পালনের মাধ্যমে এই রোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।এই দিনটিতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যক্ষা রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

যক্ষা রোগ নির্মূলের জন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই

প্রথম ম্যাচেই হেরে ঘূর্ণি পিচ চাইলেন রাহানে

কলকাতা নাইট রাইডার্সের শক্তি তাদের স্পিন বিভাগ। সুনীল নারাইন ও সিভি বরুণের মতো জনপ্রিয় স্পিনাররা রয়েছেন যে দলে, তারা তো স্পিন-সহায়ক পিচই আশা করবেন। কেকেআর অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানেও সাংবাদিক বৈঠকে এসে জানিয়ে গেলেন, স্পিন-সহায়ক পিচই আশা করে কেকেআর। কিন্তু ইডেনের পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, পিচের চরিত্র পরিবর্তন হবে না।চন্ড্রনন্স্ত্বন্ত্রত্রদ্র

সাংবাদিক বৈঠকে এসে রাহানে বলেন, 'অবশ্যই চাইব ঘরের মাঠের পিচ স্পিন-সহায়ক হোক। তবে কোনও অভিযোগ নেই। গত দু''দিন ধরে আচ্ছাদনের নীচে ছিল পিচ।

আর্দ্রতা ছিল পিচে। যা খুব ভাল কাজে লাগিয়ে গেল হেজলউড।' যোগ করেন, 'আমাদের দলের শক্তি যখন স্পিনাররা, তখন অবশ্যই চাইব ভবিষ্যতে যেন পিচ থেকে ওরা সাহায্য পায়।'

রাহানের এই বক্তব্যে খুব একটা খুশি নন ইডেনের পিচ প্রস্তুতকারক। সুজন বলছিলেন, 'পিচে যদি স্পিন না করে তা হলে রাসেল কী ভাবে আউট হল?' যোগ করেন, 'আমার পিচ ২৫০ রানের। সেখানে কোনও দল যদি ১০ ওভারে ভাল খেলার পর থেকে উইকেট হারাতে থাকে, তাদের কী ভাবে সন্তুষ্ট করব? এই পিচে ১৭০-১৭৫ করে জেতা সম্ভব নয়। বড় রান হলে বিপক্ষ এমনিতেই চাপে থাকত। তখন আর পিচকে দোষারোপ করতে হত না। আমি যদি স্পিন-সহায়ক পিচ তৈরি করি, তা হলে ১৪০-১৫০ রান উঠবে। দর্শকেরা টি-টোয়েন্টিতে কখনও কম রানের ম্যাচ দেখতে চাইবেন না।'

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর স্পিনাররা এই পিচে সফল হয়েছেন। ক্রুণাল পাণ্ড্য মাত্র ২৯ রান দিয়ে পেয়েছেন তিনটি উইকেট। সুযশ শর্মা আউট করেছেন রাসেলকে। তা হলে স্পিনাররা সাহায্য পাননি এই কথা কী ভাবে বলছেন রাহানে? ক্রুণালের বলের গতি যদিও বাকি স্পিনারদের থেকে বেশি। তাঁর বল পিচে পড়ে দ্রুত আছড়ে পড়ছিল স্টাম্পে। নাইট স্পিনাররা সেই ফায়দাটা তুলতে পারেননি।

নাইট অধিনায়ক যদিও হারের জন্য কোনও সতীর্থকে দোষারোপ করতে চান না। বলছিলেন, 'প্রথম ম্যাচে ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। কাউকে দোষারোপ করতে চাই না। মরসুমের প্রথম ম্যাচে আমরা ভাল খেলতে পারিনি। বিপক্ষ আমাদের চেয়ে অনেক ভাল ক্রিকেট খেলেছে। পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব।'

ব্যাট হাতে দূরন্ত একটি ইনিংস উপহার দিয়েছেন রাহানে। ইডেনে ধারাভাষ্য দিতে এসে দর্শকদের ভিড়ে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন ম্যাথু হেডেন। রাহানের ইনিংস মুগ্ধ করেছে প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় ওপেনারকে। তিনি বলছিলেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম রাহানে ওপেন করবে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ওপেনার হিসেবেই ও সফল হয়েছে। প্রথম ছ''ওভারের মধ্যে ও নামতে না পারলে কেকেআর-এর লাভ হবে না। কারণ, পাওয়ারপ্লে-তে রান করার অনেক জায়গা থাকে। সেটা কাজে লাগাতে পারে রাহানে। আজ ডি''কক আউট হওয়ায় ও নতুন বল খেলতে পেরেছে।'

যদিও ম্যাচ হেরে নিজের ইনিংস নিয়ে বেশি ভাবতে চাইছেন না রাহানে। বলছিলেন, 'আমি চেষ্টা করি সেরাটা দেওয়ার। দলের জন্য খেলি। আজ জিতলে নিশ্চয়ই এই ইনিংস নিয়ে খুশি হতাম। কিন্তু হারের পরে নিজের সাফল্য নিয়ে ভাবতে চাই না।'

নাইটদের পরের ম্যাচ গুয়াহাটিতে, প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। তবে সেখানে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে খেলতে নাও হতে পারে। ঋষভ পন্থদের বিরুদ্ধে ম্যাচ কলকাতাতেই আয়োজন করতে চায় ভারতীয় বোর্ড। এ বার ৬ এপ্রিলই হয় কি না সেটা দেখার।

গোপন রহস্যের মহাবিশ্ব

আবুল বাসার

লায় চড়লে সবারই প্রায় একই অভিজ্ঞতা হয়। মনে হয়, কেন্দ্র থেকে এই বুঝি ছিটকে বাইরে পড়ে গেলাম। কিন্তু নাগরদোলায় বসার আসন বা অন্য কোনো কাঠামো আঁকড়ে ধরে সেই পতন ঠেকিয়ে দিই আমরা। শিশুপার্কের গোলাকৃতি নাগরদোলায় একগুচ্ছ পিংপং বল রাখলে কী হবে? বলগুলো তো আর মানুষের মতো কোনো কিছু আঁকড়ে ধরতে পারবে না। তাই ঘোরার গতি বাড়ার এক পর্যায়ে বলগুলো ছিটকে সজোরে বাইরে চলে যাবে। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে বোঝা যায়, এমনটাই ঘটা উচিত। কিন্তু মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে একসময় বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন, সাধারণ এই কাণ্ডজ্ঞান সেখানে ধোপে টিকছে না। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে কোমা ক্লাস্টার নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এমনই অদ্ভুত একটা ব্যাপার চোখে পড়ল বিজ্ঞানীদের। একে বলা হয় কসমোলজির ইতিহাসে সবচেয়ে অদ্ভুত এক অধ্যায়।

স্পিনিং গ্যালাক্সিগুলোকেও নাগরদোলার সঙ্গে তুলনা করা যাক। কারণ, এই ছায়াপথগুলোও প্রায় একইভাবে কাজ করে। এসব গ্যালাক্সি যেহেতু ঘুরছে, তাই তার ভেতরে থাকা নক্ষত্রগুলোর সাধারণ প্রবণতা থাকে বাইরের দিকে ছিটকে যাওয়ার। কিন্তু একমাত্র মহাকর্ষের টানের কারণে নক্ষত্রগুলো গ্যালাক্সিতে আটকে থাকে এবং গ্যালাক্সির কেন্দ্র ঘিরে ঘুরপাক খায়। ছায়াপথের এই মহাকর্ষ টান আসে তার ভেতরের বস্তুগুলোর ভর থেকে। স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে, গ্যালাক্সি যত দ্রুত ঘুরবে, তার ভেতরের নক্ষত্রগুলো আটকে রাখতে ওই গ্যালাক্সিতে তত বেশি ভর থাকতে হবে। নইলে নক্ষত্রগুলো বাইরে ছিটকে ভবঘুরের মতো টো টো করে ঘুরতে থাকবে। কাজেই গ্যালাক্সির ভর হিসাব করে সহজ সূত্র ব্যবহার করে বোঝা সম্ভব গ্যালাক্সিটা ঠিক কত জোরে ঘুরছে।

শুরুতে সেই কাজই করতে লাগলেন জ্যোতির্বিদেরা। প্রথমে গ্যালাক্সিতে থাকা নক্ষত্রের সংখ্যা গুনে দেখা হলো। এরপর নির্ণয়ও করা হলো তাদের ভর। এবার নিউটনের সূত্র ব্যবহার করে গ্যালাক্সিটা কেমন গতিতে ঘুরবে, তা---ও নির্ণয় করলেন জ্যোতির্বিদেরা। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো, কাগজ-কলমের হিসাবের সঙ্গে বাস্তবে গ্যালাক্সির ঘূর্ণন মিলল না। হিসাবে ভুলচুক হয়েছে ভেবে আবারও গোড়া থেকে সব গণনা করা হলো। কিন্তু সেই কদুই পাওয়া গেল। চোখ কপাল ছাড়িয়ে মাথায় পৌঁছে যাওয়ার মতো অবস্থা বিজ্ঞানীদের। নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হলেন তাঁরা। দেখা গেল, কাগজে-কলমে গ্যালাক্সির যে ঘূর্ণনগতি পাওয়া যাচ্ছে, তার চেয়েও দ্রুতগতিতে ঘুরছে গ্যালাক্সিটা। এই বেগে ঘুরলে নক্ষত্রগুলো অনেক আগেই মুক্তিবেগ অর্জন করে গ্যালাক্সির বাইরে ছিটকে যাওয়ার কথা। সেই নাগরদোলার পিংপং বলগুলোর মতো। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বাস্তবে তা তো ঘটছে না। এবার উল্টো দিক থেকে হিসাব করে দেখা হলো। অর্থাৎ গ্যালাক্সিটা সত্যিকার গতিবেগের জন্য তার মধ্যে কী পরিমাণ বস্তু বা ভর দরকার, তা হিসাব করা হলো। এবার হিসাব বলল, গ্যালাক্সিতে যে পরিমাণ ভর আছে, তার চেয়ে ৪০০ গুণ ভর থাকলেই কেবল গ্যালাক্সিটার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়া ঠেকানো সম্ভব। সেই ভর বা বস্তুগুলো কোথায়? কিন্তু অনেক অঁতিপাঁতি করে খুঁজেও সেই ভরের কোনো বস্তুর দেখা মিলল না। তাহলে ঘটনা কী? নিউটনের সূত্র কি তাহলে ভুল? নাকি অন্য কিছু? ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে এই ধাঁধার সমাধানে অদ্ভুত এক অনুমান করে বসলেন সুইস জ্যোতির্বিদ ফ্রিৎজ জুইকি। তাঁর সেই অনুমানের কারণে জ্যোতির্বিদ্যায় যে জমাট রহস্যের জন্ম নিল, তার সমাধান হয়নি আজও। ডার্ক ম্যাটার ধাঁধার সমাধান হিসেবে ধারণা করা হয়, ছায়াপথগুলো হয়তো কোনো অদৃশ্য বলয় ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর এই বলয়ে পদার্থের পরিমাণ ছায়াপথের সব নক্ষত্রের চেয়ে ১০ গুণ বেশি

২

ফ্রিৎজ জুইকির জন্ম বুলগেরিয়ার ভার্নায়, ১৮৯৮ সালে। সুইস বংশোদ্ভূত এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদের সন্তান জুইকি। ছয় বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে চলে আসেন সুইজারল্যান্ডে। শিক্ষা নেন জুরিখে আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুইস ফেডারেল পলিটেকনিকে (বর্তমানে ইটিএইচ)। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে। একটা স্কলারশিপ পেয়ে ১৯২৫ সালের দিকে পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। সে দেশের নামকরা ক্যালটেকে পদার্থবিদ রবার্ট মিলিকানের সঙ্গে গবেষণা করতে এসেছিলেন তিনি। ১৯৩০-এর দশকে কোমা ক্লাস্টারের গ্যালাক্সিগুলোর গতিবেগ মেপে তাদের ভর নির্ণয় করার চেষ্টা করেন জুইকি। ৩২ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কোমা ক্লাস্টার। এটা হাজারখানেক গ্যালাক্সির একটা গুচ্ছ। মহাবিশ্বে ক্লাস্টারগুলোই সবচেয়ে ভারী কাঠামো বলে মনে করা হয়। কোমা ক্লাস্টার থেকে পছন্দমতো উজ্জ্বল ছয়টি গ্যালাক্সি বাছাই করে সেগুলোর গতিবেগ নির্ণয় করেন তিনি। সে জন্য মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির ১০০ ইঞ্চি টেলিস্কোপ ব্যবহার করেন তিনি। এককালে এই টেলিস্কোপ ব্যবহার করেই প্রসারণশীল মহাবিশ্ব আবিষ্কার করে হইচই ফেলেছিলেন জ্যোতির্বিদ এডুইন হাবল।

জুইকির হিসাবে দেখা গেল, গ্যালাক্সিগুলোর গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৩ মিলিয়ন কিলোমিটার। কিন্তু এই গতিবেগের সাপেক্ষে গ্যালাক্সিগুলোতে দৃশ্যমান যে ভর পাওয়া গেল, তার পরিমাণ অনেক অনেক কম। জুইকির হিসাবে তা প্রায় ৪০০ শতাংশ কম। সহজ কথায়, কোমা ক্লাস্টারের ছায়াপথগুলো নিউটোনিয়ান মহাকর্ষ অনুযায়ী চলাচল করছে না। তার মানে, এসব গ্যালাক্সি এত জোরে ঘুরছে যে নিয়ম অনুযায়ী তাদের ছিটকে বাইরে চলে যাওয়া উচিত। আবার নিউটনের গতির সূত্র অনুসারে ক্লাস্টারগুলো অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা। তিনি ভাবলেন, একটিমাত্র উপায়েই কোমা ক্লাস্টারের নক্ষত্রগুলো ছিটকে যাওয়া রোধ করা সম্ভব; সেটা হলো, টেলিস্কোপে সেখানে যে পরিমাণ বস্তু পাওয়া যাচ্ছে, তার চেয়ে যদি কয়েক শ গুণ বেশি বস্তু থাকে, তাহলেই কেবল তারা ওভাবে একসঙ্গে থেকে যেতে পারে। কথা নাহয় মানলাম, কিন্তু তাহলে বাকি ভরগুলো গেল কোথায়? এর বছরখানেক আগেও ঠিক একই ফল পেয়েছিলেন ডাচ বিজ্ঞানী ইয়ান ওর্ট। কিন্তু তিনি এর মর্মার্থ ঠিক বুঝতে পারেননি। ঠিক এইখানেই গভীর এক অন্তর্দৃষ্টি কাজে লাগালেন কল্পনাপ্রবণ জুইকি। তিনি বুঝতে পারলেন, এর একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে, যদি গ্যালাক্সিগুলোতে দৃশ্যমান ভরের চেয়ে আরও ৪০০ গুণ ভর অদৃশ্য থাকে। সেই অজানা-অদৃশ্য বস্তুদের তিনি নাম দিলেন বা ডার্ক ম্যাটার। বাংলায় বলা হয় গুপ্তবস্তু। অনেকে তমোবস্তুও বলেন।

মহাবিশ্বে পদার্থের বণ্টনের ক্ষেত্রে ভয়াবহভাবে কিছু একটা ঠিক নেইইতিহাসে সেটাই ছিল প্রথম ইঙ্গিত। দুর্ভাগ্য বলতে হবে, জুইকির এই পথপ্রদর্শকমূলক কাজ প্রত্যাখ্যান, নয়তো তাচ্ছিল্য করেন সেকালের জ্যোতির্বিদেরা। অবশ্য এর পেছনে কিছু কারণও ছিল। প্রথমত, জ্যোতির্বিদেরা কোনোভাবে বিশ্বাস করতে পারলেন না যে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ভুল হতে পারে। কারণ, কয়েক শতাব্দী ধরে পদার্থবিজ্ঞানে আধিপত্য ধরে রেখেছে মহাকর্ষ সূত্র। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এ ধরনের সংকটের নজির এর আগেও দেখা গিয়েছিল। যেমন উনিশ শতকে ইউরেনাসের কক্ষপথ বিশ্লেষণ করার সময় কিছু বিচ্যুতি পাওয়া গেল। আইজ্যাক নিউটনের সমীকরণ থেকে অতি সামান্য বিচ্যুতি ছিল সেটা। কাজেই অনেকে ভাবলেন, হয় নিউটন ভুল, নয়তো সৌরজগতে এমন কোনো গ্রহ আছে, যা আমাদের অজানা। এই অজানা গ্রহের মহাকর্ষই ইউরেনাসকে সবলে টানছে। পরে দ্বিতীয় অনুমানটাই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। আরেকবার নিউটনের সূত্রকে ভুল মনে করেছিলেন জ্যোতির্বিদেরা। সে যাত্রাতেই নিজের আভিজাত্য বজায় রাখে নিউটনের সূত্র। সেবার মানে, ১৮৪৬ সালে প্রথম প্রচেষ্টায় নেপচুন নামের নতুন এক গ্রহ খুঁজে পাওয়া গেল। নিউটনের সূত্র ব্যবহার করে অনুমান করা জায়গাতেই ঠিক ঠিক পাওয়া গেল নতুন সেই গ্রহকে। দ্বিতীয়ত, সেকালে জুইকির ব্যক্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কিছুটা খামখেয়ালি আর কল্পনাপ্রবণ হিসেবে বদনাম ছিল জুইকির। আবার ভিনদেশ থেকে আসার কারণে জ্যোতির্বিদেরা আউটসাইডার বা বহিরাগত হিসেবে গণ্য করতেন তাঁকে। তাই সেকালের মার্কিন অভিজাত বিজ্ঞানী সমাজের কাছে পদে পদে হাস্যকর ও তাচ্ছিল্যের শিকার হতে হয়েছিল। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান নেহাত কম নয়। যেমন ১৯৩৩ সালে ওয়ালটার বাডের সঙ্গে সুপারনোভা নামকরণ করেন তিনি। আবার সঠিকভাবে প্রায় ১৪ মাইল ব্যাসের একটা ক্ষুদ্র নিউট্রন স্টারের কথাও অনুমান করেন ওই জুইকিই। তিনি ধারণা করেছিলেন, সেটা সম্ভবত কোনো বিস্ফোরিত নক্ষত্রের চূড়ান্ত ধ্বংসাবশেষ। এত কিছু সত্ত্বেও ডার্ক ম্যাটারের ব্যাপারটা মানতে পারেননি মার্কিন বিজ্ঞানীরা। তাঁর এ ধারণা সেকালে সবার কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছিল। পরিণামে ১৯৩৪ সালের ১৯ জানুয়ারি তীব্র ব্যঙ্গ করে এক কার্টুনও ছেপে বসে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস। এভাবে ডার্ক ম্যাটার—সংক্রান্ত আইডিয়ার হালে কোনো পানি পেল না। পাত্তা পেলেন না জুইকিও। একসময় রাগে-ক্ষোভে যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে নিজ দেশে চলে যান। এরপর ডার্ক ম্যাটারের কথাটা সরকারি দপ্তরের মতো লালফিতায় ফাইলবন্দী হয়ে জঞ্জালের মতো পড়ে রইল বহুকাল।

মহাবিশ্বের গোপন রহস্য ১৯৩০-এর দশকে কোমা ক্লাস্টারের গ্যালাক্সিগুলোর গতিবেগ মেপে তাদের ভর নির্ণয় করার চেষ্টা করেন জুইকি। ৩২ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কোমা ক্লাস্টার

৩

১৯৬২ সালের দিকের ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে ম্যাকডোনাল্ড অবজারভেটরিতে ৮২ ইঞ্চি টেলিস্কোপ বসেছে তখন। সেখানেই আকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু করেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ ভেরা রুবিন। দুই সহকর্মীর সঙ্গে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ঘূর্ণন নিয়ে গবেষণা করছিলেন তিনি। এ সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল তাঁর। নিয়ম অনুযায়ী, সাধারণত সূর্য থেকে কোনো নক্ষত্র যত দূরে থাকে, সেটি চলাচল করে ততই ধীরগতিতে। যেমন কোনো গ্রহ সূর্যের যত কাছে হয়, তার চলার গতিও তত বেশি। এ কারণে বুধ গ্রহের নাম দেওয়া হয়েছিল গতি দেবতার নামে। কারণ, গ্রহটা সূর্যের খুব কাছে। অন্যদিকে প্লুটোর গতি বুধের চেয়ে ১০ শতাংশ ধীর। কারণ, গ্রহ সূর্য থেকে অনেকটা দূরে।

একইভাবে ভেরা রুবিন আমাদের ছায়াপথের নীল নক্ষত্রগুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেন, নক্ষত্রগুলো ছায়াপথের চারপাশে একই গতিতে ঘুরছে। মোদ্দা কথা, ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে নক্ষত্রগুলোর দূরত্ব তাদের গতির ওপর কোনো প্রভাব ফেলছে না। একে বলা হয় ফ্ল্যাট রোটেশন কার্ভ। তার মানে, নক্ষত্রগুলো নিউটোনিয়ান গতিবিদ্যার বিধি মানছে না। আরও দেখা গেল, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি এতই জোরে ঘুরছে যে তার মহাকর্ষ নক্ষত্রগুলোকে সঠিক জায়গায় আটকে রাখার কথা নয়। নক্ষত্রগুলো ছিটকে চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ছায়াপথটি প্রায় ১০ বিলিয়ন বছর ধরে বেশ স্থিতিশীল। কাজেই এই রোটেশন কার্ভ ফ্ল্যাট বা সমতল কেন, সেটা এক রহস্যই বটে। হিসাব বলছে, ছায়াপথটিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বাঁচাতে হলে বিজ্ঞানীরা যতটুকু কল্পনা করেছেন, একে তার চেয়েও অন্তত ১০ গুণ বেশি ভারী হতে হবে। কাজেই মিল্কিওয়ে ছায়াপথের ৯০ শতাংশ ভর অনুপস্থিত, নয়তো কোনো অদৃশ্য রূপে রয়েছে। এভাবে যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল জুইকির সেই উদ্ভট বাতিল ধারণা। লালফিতায় ফাইলবন্দী ডার্ক ম্যাটার রহস্য আবার সবার সমানে তুলে আনলেন রুবিন।

মজার ব্যাপার হলো, তাঁদের গবেষণায় ডার্ক ম্যাটার-রহস্য সমাধান তো হলোই না, বরং আরও ঘনীভূত হলো। তবে এবারও আরেক দফা বাধার মুখে পড়ল ডার্ক ম্যাটার। ভেরা রুবিন নারী বলে তাঁর গবেষণার ফলাফল শুরুতে মেনে নিতে বেঁকে বসেন বিজ্ঞানীরা। ১৯৭৮ সালে ১১টি সর্পিল ছায়াপথ পরীক্ষা করেন রুবিন ও তাঁর সহকর্মীরা। এঁদের প্রতিটি এতই জোরে ঘুরছিল যে নিউটনের সূত্র অনুযায়ী তাদের কোনোভাবে একত্রে থাকার কথা নয়। একই বছর ডাচ রেডিও জ্যোতির্বিদ আলবার্ট বসমা আরও ডজনখানেক সর্পিল ছায়াপথের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যেও একই ধরনের ধর্ম লক্ষ দেখা গেল। এটাই অবশেষে জ্যোতির্বিদ সম্প্রদায়কে বোঝাতে সক্ষম হয় যে ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ব সত্যিই আছে। অনেকবার চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেছে, মহাবিশ্বের এ ধরনের অদ্ভুত, অদৃশ্য বস্তুর পরিমাণ ২৭ শতাংশ। আরও আছে ৬৮ শতাংশ ডার্ক এনার্জি। বাকি মাত্র ৪ শতাংশ বস্তু আমাদের চেনাজানা বস্তু। আর সিংহভাগ বা ৯৬ শতাংশ আমাদের কাছে অধরা। ত্রিশের দশক থেকে এ পর্যন্ত অজানা-অদৃশ্য এ বস্তু সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা গেছে। তাতে কোনো সমাধান নয়, বরং আরও গভীর হয়েছে আমাদের অজানাটাই। কারণ, খুঁজে পাওয়া যায়নি ওই রহস্যময় বস্তু ও শক্তি। তাই ডার্ক ম্যাটার এখন বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় রহস্যগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ডার্ক ম্যাটারের রহস্য উদ্ঘাটিত হলে হয়তো মহাবিশ্ব সম্পর্কে আরও অজানা তথ্য জানা যাবে। সঠিকভাবে বোঝা যাবে মহাবিশ্বকে। কে জানে, আমরা হয়তো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোনো কণা আবিষ্কার করে বসব ডার্ক ম্যাটার নিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লু হলো গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মহাকাশের অন্যান্য ভারী বস্তুর মতোই ডার্ক ম্যাটারও আলোকে বাঁকিয়ে দিতে পারে। মহাকাশে চোখ রেখে জ্যোতির্বিদেরা মাঝেমধ্যে অদ্ভুত কিছু বিষয় দেখতে পান। একবার দেখা গেল, মহাকাশের এক প্রান্তে একটা গ্যালাক্সি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেটার সৌন্দর্য উপলব্ধি করার আগেই আরেকটা ধাঁধা জট পাকিয়ে উঠল। কারণ, টেলিস্কোপটা সামান্য একটু সরাতেই দেখা গেল, আগের গ্যালাক্সিটাই হুবহু আরেক প্রান্তেও দেখা যাচ্ছে। একই আকৃতি, একই রঙের। দুটো গ্যালাক্সির আলোয় এতই মিল যে জ্যোতির্বিদেরা নিশ্চিত বুঝতে পারলেন, ও দুটি আসলে একই গ্যালাক্সি। একই গ্যালাক্সিকে দুই জায়গায় দেখে একটা বিষয় নিশ্চিত বোঝা যায়, আমাদের আর ওই গ্যালাক্সির মাঝখানে যদি ভারী ও অদৃশ্য বস্তু থাকে, তাহলেই কেবল এমনটা হওয়া সম্ভব। কারণ, এই অদৃশ্য ভারী বস্তু তখন একটা বিশালাকৃতির লেন্সের মতো কাজ করবে। তাই তার প্রভাবে গ্যালাক্সি থেকে আমাদের কাছে আসা আলো বেঁকে যাবে। তখন একই গ্যালাক্সিকে মহাকাশের দুই জায়গায় দেখা যাবে।

ডার্ক ম্যাটার---সংক্রান্ত সম্প্রতি পাওয়া আরেকটা প্রমাণ অবিশ্বাস্য রকম উদ্ভট বলে মনে হয়। জ্যোতির্বিদেরা মহাকাশে একটা মহাজাগতিক সংঘর্ষ পর্যবেক্ষণ করেছেন। দুটি গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের সংঘর্ষ। কোটি কোটি বছর আগে এটি সংঘটিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এই সংঘর্ষে গ্যাস ও ধুলার মতো সাধারণ পদার্থগুলোর বড় ধরনের বিস্ফোরণ দেখা গেল। এর বাইরে আরেকটা ঘটনা দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন বিজ্ঞানীরা। সংঘর্ষ এলাকাটা ভালো করে খেয়াল করে তাঁরা দেখলেন, ডার্ক ম্যাটারের দুটি বিশাল গুচ্ছ সংঘর্ষের মুখে পড়ল। কিন্তু এমনভাবে একটা আরেকটার ভেতর দিয়ে চলে গেল যেন কিছুই হয়নি। না, এবারও ডার্ক ম্যাটার চোখে দেখেননি বিজ্ঞানীরা। কিন্তু গুচ্ছ দুটির পরোক্ষ বিচ্যুতির প্রভাব মেপে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সাধারণ পদার্থ যেমন সংঘর্ষে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়, ডার্ক ম্যাটার তেমন নয়।

৪

কিছু মহাজাগতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা ডার্কম্যাটার—সম্পর্কিত কিছু তথ্য জেনেছেন। সেগুলো হলো এর ভর আছে, এগুলো অদৃশ্য, সাধারণ পদার্থ এর সংস্পর্শে কিছু হয় না বলে মনে হচ্ছে, ডার্ক ম্যাটারের সঙ্গে ডার্ক ম্যাটারের সংঘর্ষেও কিছুই হয় না। এটুকুই সম্বল। এ ছাড়া ডার্ক ম্যাটার সম্পর্কে আমরা আর কিছুই জানি না। এসব দেখে মনে হয়, পদার্থবিজ্ঞানও মাঝেমধ্যে বোটানির মতো শুধু তালিকা তৈরি করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। আমাদের চেনাজানা সাধারণ পদার্থ চারভাবে মিথস্ক্রিয়া করে। সেগুলো হলো মহাকর্ষ, বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় বল, দুর্বল নিউক্লিয়ার বল এবং সবল নিউক্লিয়ার বল। বলে রাখা ভালো, এই বলগুলোর অস্তিত্ব কেন আছে, তা---ও এখনো অমীমাংসিত। আমরা শুধু বলগুলোকে তালিকাবদ্ধ করেছি, ব্যস। তবে এ চারটি বল ব্যবহার করে কণা পদার্থবিজ্ঞানের সব কটি পরীক্ষা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ডার্ক ম্যাটারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এরা একমাত্র মহাকর্ষ ছাড়া আর কোনো বলের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে না। বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় বলের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করলে ডার্ক ম্যাটারকে অনেক আগেই দেখা যেত। আবার এরা সবল বা দুর্বল নিউক্লিয়ার বলের সঙ্গেও মিথস্ক্রিয়া করে না বলেই এখন পর্যন্ত মনে করা হচ্ছে। এই অদৃশ্য বস্তুরা হয়তো এমন কোনো মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেয়, যা আমাদের কাছে এখনো অজানা, কিংবা আমাদের টেলিস্কোপ বা ডিটেক্টরে তা ধরা পড়ে না। সে কারণেই ডার্ক ম্যাটার নিয়ে গবেষণা করা এত কঠিন। ডার্ক ম্যাটারের যে মহাকর্ষ আছে, তা নিশ্চিত। কারণ, এর ভর আছে। আর ভর আছে বলেই তা ছায়াপথের নক্ষত্রগুলোকে ছিটকে যাওয়া আটকে রাখতে পেরেছে। এটাই ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্বের শক্ত প্রমাণ। এ ছাড়া এই বস্তু দূরবর্তী ছায়াপথের আলো বাঁকিয়ে দেয় এবং বিপুল মহাজাগতিক সংঘর্ষে দিব্যি নির্লিপ্ত থাকতে পারে। অ্যাকশন মুভির নায়কেরা বিস্ফোরিত গাড়িকে পেছনে ফেলে যে রকম স্লো মোশনে নায়কোচিতভাবে হেঁটে আসে, ডার্ক ম্যাটারও তেমন। তাহলে স্বীকার করে নেওয়া যায়, ডার্ক ম্যাটার দারুণ কিছু একটা।

ডার্ক ম্যাটার ধাঁধার সমাধান হিসেবে ধারণা করা হয়, ছায়াপথগুলো হয়তো কোনো অদৃশ্য বলয় ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর এই বলয়ে পদার্থের পরিমাণ ছায়াপথের সব নক্ষত্রের চেয়ে ১০ গুণ বেশি। সম্প্রতি হাবল স্পেস টেলিস্কোপে তোলা ছবিগুলো কম্পিউটারে বেশ সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। এর মাধ্যমে মহাবিশ্বে ডার্ক ম্যাটারের বণ্টনের একটা মানচিত্র তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু ডার্ক ম্যাটার—সংক্রান্ত যেসব প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি, সেটি হলো এরা কী দিয়ে তৈরি। এই উত্তরের খোঁজে এখন সবাই হামলে পড়েছে। কয়েকজন বিজ্ঞানীর ধারণা, এটা সাধারণ পদার্থ দিয়েও হয়তো তৈরি হতে পারে। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম ব্যাপারটা হলো, তা হয়তো খুব অস্পষ্ট। অর্থাৎ এরা বাদামি বামন নক্ষত্র, নিউট্রন স্টার, কৃষ্ণগহ্বর এবং এ রকম আরও কিছু দিয়ে তৈরি হতে পারে, যারা প্রায় অদৃশ্য। এসব বস্তু ব্যারিয়নিক পদার্থের মতো একত্রে পিণ্ডের মতো হয়ে থাকে। মানে হলো, এসব পদার্থ আমাদের পরিচিত ব্যারিয়ন কণা (যেমন নিউট্রন ও প্রোটন) দিয়ে তৈরি হতে পারে। এদের একত্রে বলা হয় ম্যাচো বা (ম্যাসিভ অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল কমপ্যাক্ট হ্যালো অবজেক্ট)।

অন্য বিজ্ঞানীদের ধারণা, ডার্ক ম্যাটার হয়তো নিউট্রিনোর মতো খুব উত্তপ্ত নন-ব্যারিয়নিক পদার্থ (এদের বলা হয় উত্তপ্ত গুপ্তবস্তু)। নিউট্রিনো এতই জোরে ছোটে যে তারা কোনোভাবে ডার্ক ম্যাটার আর প্রকৃতিতে দেখা ছায়াপথের সঙ্গে পিণ্ড তৈরি করতে পারে না। তবু অনেকে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবেন, ডার্ক ম্যাটার পুরোপুরি নতুন ধরনের কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি, যাদের বলা হয় কোল্ড ডার্ক ম্যাটার বা (উইকলি ইন্টারঅ্যাকটিং ম্যাসিভ পার্টিকেল)। এ ধারণা অনুযায়ী, এরা হয়তো নতুন কোনো বলের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। আবার সাধারণ পদার্থের সঙ্গে এই বলের মিথস্ক্রিয়া হয়তো অতি দুর্বল। ডার্ক ম্যাটার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এরাই এখন শীর্ষে রয়েছে। কিন্তু ওই অনুমান পর্যন্তই। ডার্ক ম্যাটার মহাকর্ষ ছাড়া অন্য কোনো অজানা বলের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে কি না, তা আমরা জানব কীভাবে? তার উত্তর আমরা জানি না। তবে আমরা আশা করি, তেমনই কিছু একটা হয়তো ঘটে। কারণ, তাহলেই কেবল তাদের শনাক্ত করা সহজ হয়ে উঠবে। এ ধারণা প্রমাণ করার জন্য কিছু পরীক্ষার ডিজাইন করা হয়েছে। তেমনই এক পরীক্ষায় একটা কনটেইনারে শীতল ও সংকুচিত নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভরে রাখা হয়েছিল। কনটেইনারের চারপাশে ডিটেক্টর রেখে আশা করা হলো যে গ্যাসটির একটা পরমাণু কোনো ডার্ক ম্যাটারের সঙ্গে ধাক্কা খাবে এবং তা ডিটেক্টরে ধরা পড়বে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটতে দেখা যায়নি। এর কারণ এমনও হতে পারে যে আমাদের ডিটেক্টর এখনো ডার্ক ম্যাটার শনাক্ত করার মতো যথেষ্ট সূক্ষ্ম হয়ে ওঠেনি। তাই আরও সূক্ষ্ম ডিটেক্টরের জন্য ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা ছাড়া আর উপায় নেই। আরেকটা পদ্ধতিতে ডার্ক ম্যাটার শনাক্ত করার কথা ভাবা হয়েছিল। সেটা হলো, উচ্চ শক্তির পার্টিকেল কলাইডার ব্যবহার। এ যন্ত্রে প্রোটন বা ইলেকট্রনকে অতি উচ্চগতিতে চালনা করে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটানো হয়। ফলে কণাগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এই চূর্ণগুলো এরপর নতুন সজ্জায় একত্র হয়ে নতুন কণা গঠিত হয়। অনেকটা আলকেমির মতো ব্যাপার যেন। বিজ্ঞানীরা আশা করেন, এভাবে কোনো একদিন হয়তো পার্টিকেল কলাইডারে ডার্ক ম্যাটার পাওয়া যাবে।

মহাবিশ্বের গোপন রহস্য

তৃতীয় পদ্ধতিটা হলো, মহাকাশের যে জায়গায় ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ বেশি বলে মনে হয়, সেদিকে দুরবিন তাক করা। আমাদের সবচেয়ে কাছের যে জায়গায় ডার্ক ম্যাটার রয়েছে বলে মনে করা হয়, সেটা আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র। ধারণা করা হয়, ডার্ক ম্যাটারের দুটি কণা হয়তো অনবরত সংঘর্ষের মুখে পড়ে এবং পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। ডার্ক ম্যাটার যদি কোনোভাবে নিজেদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে, তাহলে ডার্ক ম্যাটারকে সংঘর্ষের মুখে পড়ে সাধারণ পদার্থে পরিণত হবে হয়তো। এ রকম কোনো ঘটনা যদি প্রায়ই ঘটে, তাহলে ডার্ক ম্যাটার থেকে এভাবে গঠিত সাধারণ পদার্থের হয়তো শক্তির নির্দিষ্ট বিন্যাস থাকবে। আর টেলিস্কোপের মাধ্যমে তাদের অবস্থান শনাক্ত করে ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্বও প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু সেটা করার জন্য আমাদের নিজেদের ছায়াপথের কেন্দ্র সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই জানতে হবে, যা এখনো আমাদের কাছে গভীর এক রহস্যের উৎস।

৫

এসব আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের আবিষ্কার ও অগ্রগতি যে এখনো গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, তার ইঙ্গিত দেয় ডার্ক ম্যাটার। কারণ, মোটা দাগে বলা যায়, মহাবিশ্বের মাত্র ৪ শতাংশ সম্পর্কে আমরা জানি। বাকি ৯৬ শতাংশ (যার মধ্যে ২৭ শতাংশ ডার্ক ম্যাটার এবং ৬৮ শতাংশ ডার্ক এনার্জি) অজানা, অমীমাংসিত। ডার্ক ম্যাটারের রহস্য উদ্ঘাটিত হলে হয়তো মহাবিশ্ব সম্পর্কে আরও অজানা তথ্য জানা যাবে। সঠিকভাবে বোঝা যাবে মহাবিশ্বকে। কে জানে, আমরা হয়তো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোনো কণা আবিষ্কার করে বসব। হয়তো তার জন্য আবিষ্কৃত হবে পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কোনো সূত্র, নতুন ধরনের মিথস্ক্রিয়াসহ নতুন নতুন আরও অনেক কিছু।

ডার্ক ম্যাটার—সংক্রান্ত জটিল ধাঁধাটা বোঝার জন্য গোয়েন্দা শার্লক হোমস কিংবা এরকুল পোয়ারোকে উদাহরণ হিসেবে টেনে আনা যায়। ধরা যাক, বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস দুর্ধর্ষ কোনো খুনের তদন্তে নেমেছেন। সহকারী ওয়াটসনকে সঙ্গে নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে দেখলেন, খুনের মোটিভ আছে, প্রমাণ আছে, কিন্তু খোদ মৃতদেহটাই নেই। স্রেফ অদৃশ্য। এমন ঘোরতর রহস্যময় ঘটনার সামনে ভুরু কুঁচকে কপাল ছাড়িয়ে মাথার চাঁদিতে উঠলেও শার্লক হোমসকে দোষ দেওয়া যায় না। বিজ্ঞানেও এই মুহূর্তে ঠিক এমনই এক রহস্যের নাম ডার্ক ম্যাটার। বিজ্ঞানীরা তো এক অর্থে বিজ্ঞানজগতের সত্যানুসন্ধানী, গোয়েন্দা। তাঁরা প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন। প্রকৃতির পর্দা খুলে উন্মোচন করেন গহিন, গোপন জগৎ। তাই যারা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হতে চায়, তাদের জন্য ডার্ক ম্যাটার রহস্য ভালো একটা কেস। এই কেস সমাধানের জন্য এই মুহূর্তে আমাদের হাতে যেসব ক্লু আছে, সেগুলো হয়তো রহস্য সমাধানে সহায়তা করতে পারে। নতুন বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করবেন, সে প্রত্যাশা করা ছাড়া এখন আর কোনো পথ নেই। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদের জন্য শুভকামনা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় এবিভিপি'র উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কাছাড়ের কালাইনে দুঃসাহসিক ডাকাতি, গুলিবিদ্ধ সহ আহত একাধিক, এলাকা জুড়ে আতঙ্ক

শিলচর (অসম), ২৪ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কালাইন থানাধীন পেঁচাছড়া এলাকায় এক দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে প্রায় দুটা নাগাদ সুন্দাউরা শ্মশান কালীবাড়ি সংলগ্ন জনৈক বিনয় দেবের বাড়িতে নয়-দশ জনের এক সশস্ত্র ডাকাতদল হানা দেয়। ডাকাতরা প্রথমে বারান্দার গ্রিলের তালা ও ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকেই তারা বাড়ির কর্তা বিনয় দেবকে বেঁধে ফেলে। এর পর তাঁর ছেলে বিশ্বজিৎ দেব ডাকাতদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

ধস্তাধস্তির সময় ডাকাতদের মারে গুরুতর আহত হন বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎ দেব আহত অবস্থায় ঘরের বাইরে বেরিয়ে চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। ডাকাতরা তখন পাশের বাড়ির এক ছেলেকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাঁর হাত বেঁধে ঘরের ভেতরে আটকে রাখে। এর পর আরও এক প্রতিবেশী লিটন দেব ছুটে এলে ডাকাতরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিটি তাঁর হাতে বিদ্ধ হয়। গুলি হাতের এপার-ওপার হয়ে যায়।

আতঙ্ক ছড়াতে ডাকাতরা শূন্যে আরও দু-রাউন্ড গুলি চালায়। গুলির শব্দে কেউ আর সামনে এগিয়ে আসতে সাহস করেননি। এক সময় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে তাণ্ডব চালিয়ে ডাকাতরা নগদ প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকা এবং ৫-৬ ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট করে পায়ে হেঁটে পেঁচাছড়া বাজারের দিকে পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কালাইন ও গুমড়া থানার পুলিশ। রাত তিনটা নাগাদ শিলচর থেকে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌছেন। সকালে সাড়ে ছয়টা নাগাদ ডগ স্কোয়াড নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অনুসন্ধানের সময় কুকুরটি কালাইন বাগানের নাচঘরের সামনে দিয়ে বৈকণ্ঠপুর তেমাথা হয়ে সুন্দাউরা অভিমুখে যেতে শুরু করে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তা ডগ স্কোয়াড বাহিনী দিয়ে তদন্ত করেও ডাকাতদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। দুঃসাহসিক এই ডাকাতির ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে জখম ব্যক্তিদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। ডাকাতির সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের শীঘ্রই গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

একনাথ শিন্ডেকে উত্তর দিতে হবে তিনি বিশ্বাসঘাতক নাকি চোর : আদিত্য ঠাকরে

মুম্বই, ২৪ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে আক্রমণ করলেন শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা আদিত্য ঠাকরে। একইসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, কুণাল কামরা কেন ক্ষমা চাইবেন? একনাথ শিন্ডে সম্পর্কে কমেডিয়ান কুণালের বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আদিত্য ঠাকরে বলেছেন, 'কুণাল কামরা কেন ক্ষমা চাইবেন? যদি এই বিশ্বাসঘাতক এবং চোর একনাথ শিন্ডে হয়, তাহলে কুণাল কামরার অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু একনাথ শিন্ডেকে প্রথমে উত্তর দিতে হবে যে সে বিশ্বাসঘাতক নাকি চোর।'

আদিত্য আরও বলেন, '২০২৩ সালের ১৫ জানুয়ারি, আমি মুম্বইয়ের রাস্তা কেলেঙ্কারির সমস্ত বিবরণ জনগণের সামনে রেখেছিলাম...

আজ আমি তাঁদের (বিজেপি) অনুরোধ করব, তারা যে প্রশ্নগুলি তুলছে, আমিও সেগুলি উত্থাপন করেছি। একনাথ শিন্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং তাঁকে সরকার থেকে অপসারণ করা উচিত।' নাগপুরে ভাঙচুরের পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বুলডোজার রাজ ঠিক আছে, কিন্তু কোরাতকর, সোলাপুরকর, কোশিয়ারির বিরুদ্ধে কি এমন ব্যবস্থা নেওয়া হবে?'

শ্মশানে মৌমাছির হামলায় ৩ জন গুরুতর আহত

পালি, ২৪ মার্চ (হি.স.) : রাজস্থানের পালি জেলার গুড়া এন্দলা গ্রামে এক ব্যক্তির শেষকৃত্যে অংশ নিতে যাওয়া প্রায় ৭০-৮০ জনের ওপর মৌমাছির ঝাঁক হামলা চালায়। এতে তিনজন গুরুতর আহত হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , গুড়া এন্দলা গ্রামের বাসিন্দা পূরারামের (৬৫) রবিবার রাতে মৃত্যু হয়। সোমবার সকালে পরিবারের লোকজন, আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীরা দেহটি নিয়ে শ্মশানে যান। সেখানে দেহ রাখতেই আচমকা মৌমাছির ঝাঁক হামলা চালায়। আতঙ্কে সবাই ছুটতে শুরু করে।

গুরুতর আহতদের মধ্যে আছেন গুড়া এন্দলার দেবারাম (৬৫), কানেলাভ গ্রামের হিমতারাম (৬২) ও পূরারামের ছেলে মঙ্গলারাম (৪০)। তাদের স্থানীয় হাসপাতলে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যান্য আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সব হিন্দুরা ভোট দিলে মমতা নিশ্চয়ই হারবেন : সুকান্ত মুজমদার

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): সব হিন্দুরা ভোট দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই হারবেন। দাবি করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মুজমদার। সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিন্দুদের নামে ভোট দেওয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণকে হুমকি দিয়েছিলেন, যদি তোমরা সিএএ-তে নাম নিবন্ধন করো, তাহলে তোমাদের নাগরিকত্ব হারাবে। এখন একই সরকার হিন্দুদের নাগরিকত্বের প্রমাণ চেয়ে নোটিশ পাঠাচ্ছে, কারণ তারা জানে যদি সমস্ত হিন্দু ভোট দেন, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে হেরে যাবেন।'

দেশকে ইসলামীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে : গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তাঁর কথায়, দেশকে ইসলামীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের সংবিধান সম্পর্কে কথিত বক্তব্য নিয়ে সংসদে হট্টগোল এবং মুলতবি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, 'দেশকে ইসলামীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। রাহুল গান্ধীর দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং ডি কে শিবকুমারকে বরখাস্ত করা উচিত।'

শ্রীভূমিতে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উদযাপন

শ্রীভূমি (অসম) ২৪ মার্চ (হি.স.) : বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে সোমবার শ্রীভূমি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। 'হ্যাঁ! আমরা যক্ষ্মা নির্মূল করতে পারি' এই মূল প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দিবসটি উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় একটি র‍্যালির মাধ্যমে, যা পতাকা নেড়ে উদ্বোধন করেন যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডা. সুমনা নাইডিং। উপস্থিত ছিলেন ডা. লিপি দেব, সুপারিন্টেনডেন্ট, শ্রীভূমি সিভিল হাসপাতাল ডা. জামাল আহমেদ চৌধুরী, মন্দিরা শর্মা শ্রীভূমির বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা র‍্যালির পর শ্রীভূমি সিভিল হাসপাতালের কনফারেন্স হলে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কমিউনিটি হেল অফিসার এএনএম, এবং আশা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ডা. সুমনা নাইডিং, তাঁর বক্তব্যে প্রাথমিক পর্যায়ে যক্ষ্মা সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা সম্পন্ন করার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন। তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের যক্ষ্মার লক্ষণযুক্ত রোগীদের চিহ্নিত করা এবং যথাযথভাবে চিকিৎসা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। এছাড়াও, তিনি সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরে বলেন যে নিখরচায় যক্ষ্মা নির্ণয়, ওষুধ এবং 'নিক্ষয় পোষণ যোজনা'-র মাধ্যমে পুষ্টিগত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ডা. লিপি দেব, তাঁর বক্তৃতায় যক্ষ্মা নিয়ে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার দূর করার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন। তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের উৎসাহিত করেন যাতে মানুষকে বোঝানো যায় যে যক্ষ্মা সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য রোগ, যদি তা সময়মতো সনাক্ত ও চিকিৎসা করা হয়। ডা. জামাল আহমেদ চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচি এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'সরকার যক্ষ্মা নির্মূলের লক্ষ্যে বিনামূল্যে নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান করছে। এর মূল লক্ষ্য হলো সক্রিয় রোগ সনাক্তকরণ, রোগীদের চিকিৎসা শেষ করতে উৎসাহিত করা এবং সম্প্রদায়ের সহায়তা বৃদ্ধি করা।' তিনি আরও জানান যে যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টির ঘাটতি দূর করতে 'নিক্ষয় পোষণ যোজনা' চালু করা হয়েছে, যা রোগীদের দ্রুত সুস্থ হতে সহায়তা করবে। সেমিনারে সুমন চৌধুরী, জেলা মিডিয়া বিশেষজ্ঞ, এনএইচ, আলোচনার মডারেটর হিসেবে যক্ষ্মা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম এবং কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। এই কর্মসূচির বিশেষ দিক ছিল ডা. সুমনা নাইডিং-এর 'নিক্ষয় মিত্র' উদ্যোগে এক যক্ষ্মা রোগীকে দত্তক গ্রহণ। তিনি রোগীকে চিকিৎসাকালীন পুষ্টি ও মানসিক সহায়তা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। অনুষ্ঠানটি শ্রীভূমিকে যক্ষ্মামুক্ত করার সংকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়, যেখানে সকলে সক্রিয় রোগ সনাক্তকরণ, চিকিৎসা অনুসরণ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের গুয়াহাটি মহানগর জেলার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সম্পন্ন, প্রস্তুতি রাম মহোৎসবের

গুয়াহাটি, ২৪ মার্চ (হি.স.) : বিশ্বহিন্দু পরিষদের গুয়াহাটি মহানগর জেলার এক গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ বৈঠক সম্প্রতি পানবাজারের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে ১২টি প্রখণ্ডের সভাপতি, সম্পাদক সহ মহানগর জেলার বিভিন্ন পদাধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন সভাপতি সবিন রাজখোয়া। সম্পাদক রতুল ডেকা সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সংগঠনের ভিত আরও মজবুত করার পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। বিশ্বহিন্দু পরিষদের গুয়াহাটি বিভাগের সম্পাদক চন্দন রাভা আগামী ছয় মাসের কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরেন।

গুয়াহাটি মহানগর জেলার প্রচার সম্পাদক মুকুটেশ্বর গোস্বামী জানান, আগামী ৩০ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাম মহোৎসব উদযাপন করা হবে। এই মহোৎসবের মূল লক্ষ্য, সমাজে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে যে কোনও অপপ্রচার রোধ করা এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। পাশাপাশি, বৌদ্ধিক আলোচনার মাধ্যমে রাম মহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হবে, যাতে অখণ্ড ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ প্রসারিত হয়।

মুকুটেশ্বর জানান, দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা উত্তর গুয়াহাটি আমিনগাঁও প্রখণ্ডের জন্য নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত করা হয়েছে। দিলীপ বরাকে সভাপতি এবং নবজিত তামুলিকে সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বহরমপুরে বর্জ্য স্তূপ থেকে ধোঁয়া, আতঙ্ক

বহরমপুর, ২৪ মার্চ (হি.স.): বেলগাছিয়ার ছায়া বহরমপুরে। বহরমপুরের রিং রোডের ধারের ভাগাড় ঘিরে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সারা শহরের ময়লা মাসের পর মাস শুধু জমা পড়ছে ওই এলাকায়। ফেটে ফেটে বেরচ্ছে গ্যাস। জানা গিয়েছে, সপ্তাহকয়েক আগেই ওই গ্যাসের প্রভাবে সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল ডাম্পিং গ্রাউন্ডের বেশ কিছু এলাকা। মিনিটে মিনিটে দেখা যাচ্ছিল অগ্নিসংযোগ। কিন্তু এই সমস্যা নতুন নয়। ডাম্পিং গ্রাউন্ড লাগোয়া রয়েছে বেশ কিছু জনবসতি। স্থানীয়দের দাবি, অনেক বছর ধরেই মাঝেমধ্যে ঝাঁঝালো গ্যাসের প্রভাবে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়।

সন্ধান চাই

Ref:- West Agartala PS GD Entry No 08 dated 21-03-2025

পাশের ছবিটি শ্রী দেবদাস ভট্টাচার্য, পিতামৃত গুরুদাস ভট্টাচার্য, সং ওল্ড কালীবাড়ী রোড, থানা পশ্চিম আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স ৪৩ বছর,উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, চুলের রং কালো, গায়ের রং সুন্দর, পরনে টি-শার্ট এবং কালো রংয়ের প্যান্ট ছিল। গত ২০/০৩/২০২৫ ইং রাত্রিবেলা কাউকে কিছু না বলে নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) পশ্চিম আগরতলা থানা-৬০৩৩৪৩৮০৯০

ICA/D-2025/25

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা দামছড়া আর ডি ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন ভিলেজ কমিটিতে বসবাসকারী সুবিধাভুগিগন কে PMAY(G) প্রকল্পের ২০১৬-১৭ হইতে ২০২৩-২৪ ইং অর্থবর্ষে ঘর Sanction হওয়ার পর তাদেরকে যথারীতি প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

পরবর্তি সময় ভিলেজ কমিটি থেকে তদন্ত করে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে অনেকে ঘরের কাজ শুরু করেন নাই, অনেকে ঘরের কাজ শুরু করে বন্দ করেছেন, অনেকে রাজ্যের বাহিরে চলে গেছেন এবং ৮ জন সুবিধা ভুগী মারা গেছেন।

তাই নিম্নোক্ত সুবিধাভুগিদের যদি নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত (কিস্তি অনুযায়ী) কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেন বা মৃত সুবিধাভুগিগনের কোন প্রকৃত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী থাকেন তবে আগামী 10/04/2025 তারিখের মধ্যে উপযুক্ত প্রমান সহ অফিস চলাকালিন সময়ে দামছড়া আর ডি ব্লক অফিসে অথবা নিজ নিজ ভিলেজ কমিটি অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরুধ করা হচ্ছে। অন্যথায় ঘরের টাকা বন্দ বা ঘর বাতিল করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

Sl	ID No.	Beneficiary Name	Name of VC	Inst released till date	Reson for dealy of completion of houses
1	TR136867684	Barmati Debbarma	DAMCHHARA	1	Survivor Issue
2	TR137030668	Liyen Lal But Charei	DAMCHHARA	1	Presently work Stop
3	TR137030743	Mami Pauly	DAMCHHARA	1	Presently work Stop
4	TR1388980	SHAMBU BISHUAL	DAMCHHARA	1	Presently work Stop
5	TR1388981	SWAPANA MALAKAR	DAMCHHARA	1	Presently work Stop
6	TR1388973	SANJIB REANG	KacHARICHERRA	2	Presently work Stop
7	TR136118750	Sonrualchong Tripura	KacHARICHERRA	1	Presently work Stop
8	TR136716554	Solon Joy Reang	KALAGANG Sharki	1	Account Block
9	TR137843681	BidyajayReang	KALAGANG Sharki	1	Technical Issue
10	TR1133395	ANJAN DAS	KHEDACHHARA	1	Survivor pending
11	TR137678612	Daha Ram Reang	KHEDACHHARA	2	Presently work Stop
12	TR124482160	Brishi rai Reang	PIPLACHHARA	2	Presently work Stop
13	TR137396838	Kunja Laxmi Tripura	RAHUMCHHARA	1	Survivor pending
14	TR1337738	TOLARAM REANG	Monacherra	1	Presently work Stop
15	TR140373346	Banamali Reang	Monacherra	1	Presently work Stop
16	TR135555812	Kanchan bali molsoi	Monacherra	1	Presently work Stop
17	TR135712319	Hamba rung Reang	Monacherra	1	Survivor pending
18	TR133296773	Bamani tripura	HINGSKANG	2	Presently work Stop
19	TR133297025	Tajbi Tripura	HINGSKANG	1	Presently work Stop
20	TR125755516	Laisenti Reang	THUMSARAI PARA	1	Survivor pending
21	TR123943979	Isma Begam	DAMCHHARA	1	Not Started
22	TR135624140	Rab joy Reang	DAMCHHARA R.F.	1	Stey in Jail ,
23	TR120036712	Khumbati Reang	KacHARICHERRA	1	Not started
24	TR137273756	Satish Chandra Reang	KHEDACHHARA	1	Not Started
25	TR138548496	Chiranjit Reang	KHEDACHHARA	1	Not Started
26	TR1169557	KANTI MARAK	Monacherra	2	Stay in Jail
27	TR134934007	puserong Reang	THUMSARAI PARA	1	Not started
28	TR1145503	JOYPNTI SINHA	WEST DAMCHERRA	1	Not started
29	TR1157616	RAMSING SINGHA	WEST DAMCHERRA	1	Not started
30	TR137843302	Tapati Sinha	WEST DAMCHERRA	1	Not started
31	TR1105983	BIMAL HAJARI	DAMCHHARA	1	Not Traceable
32	TR1358478	BULLONIN HALAM	HINGSKANG	1	Death without survivor
33	TR135421779	Kroti Reang	THUMSARAI PARA	1	Out of Station
34	TR138187468	Shantamani Reang	UTTAMJOY PARA	2	Death without survivor
35	TR130381097	Sambati Reang	PIPLACHHARA	1	Death without survivor

নিবেদক
-Sd-
Block Development Officer
Damcherra RD Block
North Tripura

ICA/D-2057/25

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
NOTICE INVITING e-TENDER
PNIe-T No:19/Div-I/AMC/2024-25 Dated : 20/03/25

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC Invites Online Percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No-43/EE/DIV-I/ AMC/2024-25	34,61,332	69,227	60(Sixty) Days
2	D.N.I.E.T No-43/EE/DIV-I/ AMC/2024-25	44,90,718	89,814	60(Sixty) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 29/03/2025 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of Bid : 29/03/2025 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala, West Tripura

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
PNIe-T No:16/Div-II/AMC/2024-25 Dated : 20/03/25

Sl No.	D.N.I.e-T No	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.42/Div-I/AMC/2024-25	10,67,818.00	21,356.00	90(Ninety) days
2	DNIeT No.44/Div-I/AMC/2024-25	14,95,104.00	29,902.00	90(Ninety) days
3	DNIeT No.66/Div-I/AMC/2024-25	5,12,943.00	10,259.00	90(Ninety) days
4	DNIeT No.67/Div-I/AMC/2024-25	13,92,335.00	27,847.00	120(One hundred Twenty) Days
5	DNIeT No.68/Div-I/AMC/2024-25	6,11,215.00	12,224.00	90(Ninety) days
6	DNIeT No.69/Div-I/AMC/2024-25	6,50,473.00	13,009.00	90(Ninety) days
7	DNIeT No.70/Div-I/AMC/2024-25	17,34,360.00	34,687.00	120(One hundred Twenty) Days
8	DNIeT No.71/Div-I/AMC/2024-25	12,29,020.00	24,580.00	120(One hundred Twenty) Days

Last date and time for document downloading/bidding:26/03/2025 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.
Other necessary details can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from websites https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala invites sealed tenders vide PNIT No.37/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2024-25 Dated 21st March 2025 for hiring vehicle for the works detailed below:-

Sl. No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Stipulated for Completion.
1.	Hiring of 01(one) no. vehicle (M&M Bolero-Neo, diesel run) of 01.01.2024 (manufacturing date) onward for official use of the Senior Architect, PWD (Buildings), Agartala, Tripura. DNIT No. 52/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2024-25,	₹4,99,800/-	₹9,996/-	310 (Three hundred ten) days.
2.	Hiring of 01(one) no. vehicle (M&M Bolero-Neo, diesel run) of 01.01.2023 (manufacturing date) onward for official use of the Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Netaji Chowmuhani, Agartala. DNIT No. 53/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2024-25,	₹4,99,800/-	₹9,996/-	310 (Three hundred ten) days.
3.	Hiring of Vehicle 01 (one) No. WagonR (Petrol/CNG run) of 01/01/2023 (Manufacturing date) onwards along with driver for use of the Assistant Engineer, Construction Sub-Division. II, PWD (R&B), Gurkhabasti, Agartala. DNIT No. 54/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2024-25,	₹3,64,320 /-	₹7,286/-	365 (Three hundred sixty five) days.
4.	Hiring of Vehicle 01 (one) No. WagonR (Petrol/CNG run) of 01/01/2025 (Manufacturing date) onwards along with driver for use of the Sr. Manager, Pragna Bhaban PWD Cell, PWD (R&B), Gurkhabasti, Agartala. DNIT No. 55/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2024-25,	₹3,31,200/-	₹6,624/-	365 (Three hundred sixty five) days.

Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 21st March to 2nd April 2025 during office hour and last date of dropping of tenders is 5th April 2024 up to 3:00pm.
Last Date of receipt of application: 1st April 2025 upto 5.00PM
For details please see tender notice
ICA/C/4496/25

For and on the behalf of the Government of Tripura
(Er. M. Debnath)
Executive Engineer
Agartala DivisionNo.III(PWD)

PRESS NOTICE INVITING 6-TENDER
No.F.XIII-7/KST/BLG/A/ 2025/4611-48
Dated, BLG, the 24 th March 2025.

On be-half of the Governor of Tripura Online Tender is invited through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https:// tripuratenders.gov.in) from the bonafied, experienced and resourceful dealers/ suppliers/Agencies of Indian Nationality for supply of Group-A Ration Articles at Kendriya Sansodhanagar Tripura Bishalgarh for the year'2025-2026. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https:// tripuratenders.gov.in. Last date of submission of the e-Tender: 08/04/2025 up to 5.00 PM
ICA/C-4506/25

Superintendent Kendriya Sansodhanagar Tripura Bishalgarh.

PNIe-T NO:-60/EE-1/2024-25, Dated 20/03/2025

The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 10-04-2025 for 01 (One) No. hiring of Vehicle along with Driver and Fuel. For details visit The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/4502/25

EXECUTIVE ENGINEER AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B), AGARTALA, WEST TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING e TENDER No:- 32/EO/TRRDA/ 2024-25 date: 20/03/2025

The Empowered Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the percentage rate bids in electronic tendering system Up-gradation of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III in the district of South Tripura for 01 number of package (1 road work in the package) with estimated cost of Rs 717.65 lakh & in West Tripura for 01 number of package (2 road works in the package) with estimated cost of Rs 1749.25 lakh including performance based maintenance for five years from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway / Other State PWD/ Central & State Public Sector undertakings*.

Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 20/03/2025 (dd/mm/yyyy) Availability of Bid Documents and mode of submission: The bid document is available online and should be submitted online in www.pmgsytenderstrp.gov.in. The bidder would be required to register in the web- site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in PMGSY may obtain the same from the website: www.pmgsytenders.gov.in

Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAS can use the same in this tender

Last Date/Time for receipt of bids through e-procurement: 10/04/2025 upto 1500 HRS. For further details please log on to www.pmgsytenderstrp.gov.in
ICA/C-4491/25

Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building, Agartala

* Non-registered bidders may submit bids; however, the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অন্নপূর্ণাকে এই ভোগ নিবেদন করলে বছরভর হেঁশেল উপচে পড়বে সুখ সমৃদ্ধিতে

মা দুর্গার আরেক রূপই হল অন্নপূর্ণা। বাংলার অন্নদা মঙ্গল কাব্যে প্রথম উল্লেখ করা হয় এই দেবীর। মা অন্নপূর্ণাকে অন্নদাত্রীও বলা হয়। শক্তির অপর রূপ তিনি। মা অন্নপূর্ণার এক হাতে থাকে অন্ন পাত্র আর অন্যহাতে থাকে হাতা। বাসন্তী পুজোর অষ্টমী তিথিতে করা হয় অন্নপূর্ণার পুজো। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য বর্ণণা করেছেন।

এছাড়াও একটি পৌরাণিক কাহিনীও রয়েছে এই পুজোর নেপথ্যে।

পুরান মতে বিবাহের পর শিব পার্বতী সুখী দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু আর্থিক অনটনের জেরে শুরু হয় দাম্পত্য কলহ। একদিন প্রবল ঝামেলা অশান্তির পর পার্বতী কৈলাশ থেকে মর্ত্যে চলে আসেন। সেই সময় দেখা যায় মহামারি, অন্ন কষ্ট। এরপর মহাদের অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা চান। সেই ভিক্ষা গ্রহণ করে মহামারী থেকে ভক্তদের রক্ষা করেছিলেন অন্নপূর্ণা। সেদিন থেকেই চৈত্র মাসের এই তিথিতে অন্নপূর্ণার পুজা করা হয়। অন্নপূর্ণার ভাঁড়ডার কখনও খালি হয় না। আর আজকের এই বিশেষ দিনে এভাবে ভোগের থালি সাজিয়ে নিবেদন করতে পারলে বছরভর কাটবে সুখে-শান্তিতে। হেঁশেলে এইসব মেনু সাজিয়ে বানিয়ে নিন ভোগের নিরামিষ থালি। রইল রেসিপি।

পুজোর ভোগে মায়ের প্রিয় মুগের ডাল, ভাত, শাক ভাজা, মোচার ঘন্ট আর ছানার ডালনা রাখুন। শুরু করুন ডাল দিয়ে। মুগের ডাল ভাল করে শুকনো কড়াইতে ভেজে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। এবার প্রেশার কুকারে ডাল, নুন, হলুদ আর সামান্য কড়াইশুঁটি দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। এবার কড়াইতে ঘি-সাদাতেল মিশিয়ে গোটা জিরে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে ফুলকুপি, গাজর, বিনস কুচি, কিশমিশ আর কাজু দিয়ে নেড়েচেড়ে ডাল দিন। স্বাদমতো চিনি মিশিয়ে দিন। নামানোর আগে ঘি ছড়িয়ে দিন। কড়াইতে সরষের তেলে শুকনো লঙ্কা আর কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে লাল শাক দিয়ে দিন। স্বাদমতো নুন দিয়ে ঢাকা দিয়ে ভাজতে দিন। এবার ওর মধ্যে একটু চিনি পোস্ত আর ভাজা বাদাম ভাল করে মিশিয়ে নামিয়ে নিন।

বাজার থেকে মোচা এনে নিয়ে ভাল করে কেটে নিয়ে হলুদ-নুন দিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখুন। প্রেশার কুকারে জল আর নুন দিয়ে মোচা সিদ্ধ করে নিন। এবার কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে গোটা জিরে, হিং, আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে মোচা দিয়ে ভেজে নিন। এবার এর মধ্যো ভিজিয়ে রাখা ছোলা, কাশ্মীরা লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ দিয়ে কষিয়ে নারকেল কোরা দিন। এবার এক কাপ গরম জল দিয়ে ভেজে রাখা আলু মেশান। নামানোর আগে ঘি আর (গোটা ধনে, জিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, দারুচিনি, ছোট এলাচ দিয়ে নেড়ে গুঁড়ো করে নিন) ভাজা মশলা ছড়িয়ে দিলেই হবে। সঙ্গে যে কোনও একটা ভাজা আর চাটনিও বানিয়ে নিতে পারেন।

শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকারক হুক্কায় সুখটান ?

শহুরে মানুষ এই ধোঁওয়ায় সুখটান দেওয়াকে যতই কায়দা করে হুক্কা বলুক না কেন তা আদতে ঠাকুর দাদার গড়গড়া। আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে জমিদার বাড়িতে হুঁকো খাওয়ার রীতি ছিল। রাজা-জমিদাররা এই হুঁকোতে টান দিয়েই নিজেদের আভিজাত্য বজায় রাখতেন। তারপর মাঝের বেশ কিছু বছর এই তামাকের নেশা থেকে দূরে ছিলন মানুষ।

বর্তমানে পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে হুক্কা পার্লার। এছাড়াও পানশালায় ব্যবস্থা থাকে হুক্কার। এই ফ্লেভারড হুক্কায় এখন মজেছেন ছেলে থেকে বুড়ো সকলেই। বলা হয় যে ফ্লেভারড হুক্কা শরীরের জন্য মোটেই ক্ষতিকারক নয়। যে কারণে অনেক কম বয়সীদের মধ্যেও বেড়েছে এই হুক্কা খাওয়ার প্রবণতা। তবে এই হুক্কা সিগারেটের মতই ক্ষতিকারক। এতে যেমন ফুসফুসের ক্ষতি হয় তেমনই সেখান থেকে হতে পারে ক্যানসারও।

হুক্কায় উপাদান হিসেবে কাঠকয়লা, তামা এবং অন্যান্য উপাদন ব্যবহার করা হয় এই উপাদানের মধ্যেই মেশানো থাকে বিভিন্ন ফ্লেভার। পাইপ দিয়ে যখন তা টানা হয় তখন সরাসরি ফুসফুসে সেই ধোঁওয়া যায়। এই ধোঁওয়ার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড। থাকে অন্যান্য ভারী ধাতুও। আর তা ফুসফুসের স্নায়ুর অনেক ক্ষতি করে। নিয়মিত ভাবে হুক্কা খেলে ফুসফুসের ক্যানসার, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি) এবং অন্যান্য সমস্যাও বাড়তে পারে।

আর এই হুক্কা হার্টের জন্যেও খুব ক্ষতিকারক। হুক্কার ধোঁওয়ার মধ্যে নিকোটিন থাকে। যা হৃদস্পন্দন আর রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। সেই সঙ্গে হৃদরোগ আর স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে। হুক্কা থেকে যে সব ক্ষতিকারক রায়াসনিক পদার্থ বেরোয় তা ফুসফুসের ক্ষতি করে, ফলে শরীরে অক্সিডেনের মাত্রা কমে গিয়ে হার্টের উপর প্রচুর চাপ পড়ে।

এছাড়াও হুক্কা আমাদের মৌখিক স্বাস্থ্যের উপরেও প্রভাব ফেলে। অতিরিক্ত হুক্কা খেলে মুখের স্বাভাবিক লালাগ্রন্থি শুকিয়ে যায়, মুখ সব সময় শুষ্ক হয়ে থাকে। যেখান থেকে মুখে দুর্গন্ধ, মাড়ির সমস্যা, মাড়িতে ইনফেকশন, দাঁতে ব্যথা, দাঁতের ক্ষয় এসব তো হয়ই। এর পাশাপাশি ফুসফুস বা মুখের ক্যানসার, খাদ্যনালী, পাকস্থলী এবং কোলোরেক্টাল ক্যানসারের সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়।

হুকার ধোঁয়া সিগারেটের চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক। এই হুকা থেকে শ্বাসকষ্ট, শ্বাসনালীর রোগ, ফুসফুসের ক্যানসার, হৃদ্রোগ হতে পারে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের আশঙ্কাও থাকে।

হুকার নেশাকে অনেকেই সিগারেটের চেয়ে কম ক্ষতিকর বলে মনে করেন। শহরের বিভিন্ন দামি রেস্তোরাঁয় তাই হুকার আসর বসানো হয়। তাতে অল্পবয়সীদেরও ভিড় জমে। তবে চিকিৎসকেরা অন্য কথা বলছেন। হুক্কায় অনেক জোরে টান দেওয়া হয় যে কারণে বেশি পরিমাণে ধোঁওয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। একঘন্টা হুঁকো খাওয়া ১০০ টি সিগারেট খাওয়ার সমান। এছাড়াও একই পাইপ দিয়ে খাওয়ার ফলে হুক্কা থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কাও থেকে যায়। অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সায়ানাইড,ফরম্যালডিহাইডের মতো রাসায়নিক থাকায় তা শরীরের জন্য এত ক্ষতিকারক।

খিদে চেপে রাখছেন, তাহলে বাড়তে পারে শরীরের ওজন

নানা কারণে অনেকেই সময় মতন খেয়ে উঠতে পারে না। কারুর কাজের চাপ, কারুর আবার রোগার হওয়ার স্বপ্ন। অনেকেই মনে করেন যে খালি পেটে থাকলে বা কম খেলে শরীরের বাড়তি মেদ ঝড়ে যাবে, তা সাময়িকভাবে সঠিক হলেও, এই কৌশল দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকলে পাওয়া যাবে উল্টো রুপ। শরীরে নান ধরনের সমস্যা দেখা দেবে।

সেই দিকে নজর দিয়ে সময় মতন খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। জেনে নিন খালি পেটে থাকলে শরীরে ঠিক কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারেঃ ১. রক্তের চাপ শরীরে কমে যাবে অনেক অংশে। মাঝে মধ্যেই নিম্ন রক্তচাপের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। সেই দিকে নজর রাখুন, এবং সময় খাবার খান। ২. গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। বেশিক্ষণ খালি পেটে থাকলে শরীরে গ্যাস তৈরি হয়। তা থেকে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। হাতে পায় ব্যাথা থেকে শুরু করে বুকে ব্যাথাও হতে পারে। ৩. শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি অপুর্ণ থেকে যায়। শরীরে যতই জোড় থাকুক না কেন, মাঝে মধ্যে সময় মতন খাবার না খেলে তা থেকে দেখা দিতে পারে অপুষ্টি। ৪. শরীরের শক্তি কমে যআয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর না খেলে শরীরে পুষ্টির পরিমান কমে, তা থেকে শরীরের জোড় কমতে থাকে। ৫. শরীরে মেদ বাড়ে অতিরিক্ত সময় খালি পেটে থাকলে। একটা সময়ের পর শরীরের যাবতীয় ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকবে এবং যত্রতত্র মেদ জমতে থাকবে। সেই দিকেও নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

গরমে ত্বক ঠান্ডা রাখতে অবশ্যই ব্যবহার করুন এই ৫ ফেস প্যাক

গরমকাল মানেই কাঠফাটা রোদ আর তীব্র দাবদাহ। সূর্যের তেজে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়। রোদের তীব্রতায় শরীর অসুস্থ হওয়ার পাশাপাশি ত্বকেরও নানা সমস্যা দেখা দিতে থাকে। তৈলাক্ত বা শুষ্ক, সব ধরনের ত্বকেই গরমের সময় সমস্যা দেখা দেয়। প্রবল গরমে ত্বক ধীরে ধীরে উজ্জ্বলতা হারিয়ে হয়ে ওঠে শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ।

ত্বকে ট্যান, লালচে ভাব, ব্যাশ, জ্বালা, চুলকানি, ব্রণ ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়। যাদের তেলতেলে ত্বক, তাদের আরও বেশি ঝামেলায় পড়তে হয়। অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার কারণে তৈলাক্ত ত্বক আরও বেশি অয়েলি হয়ে যায়। তাই এ সময় ত্বকের বাড়তি যত্নের প্রয়োজন।

প্রচন্ড গরমে ত্বককে সুরক্ষিত রাখতে হলে দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকা এড়িয়ে চলুন। শরীর হাইড্রেট রাখা, সানস্ক্রিনের ব্যবহার এবং ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও, গরমের সময় অতিরিক্ত মেকআপ না করাই ভালো। কারণ কসমেটিক্স ত্বকের ছিদ্র আটকে দেয়, যার ফলে ব্রণ, ফুসকুড়ির সমস্যা বাড়ে।

এ সব সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে ত্বকে ব্যবহার করুন কিছু ঘরোয়া ফেস প্যাক। এই প্যাকগুলো গরমে ত্বক ঠান্ডা রাখে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং ত্বককে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। শসা এবং অ্যালোভেরা ফেস মাস্ক অর্ধেক শসার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল মিক্সিতে পেস্ট বানিয়ে নিন। এই মিশ্রণ মুখে সমানভাবে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রাখুন। তারপর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। শসা লাগালে ত্বক ঠান্ডা হয়। অ্যালোভেরা ত্বককে হাইড্রেট করে। এই দু'টি প্রাকৃতিক উপাদান একসঙ্গে ত্বকের প্রদাহ ও লালচে ভাব কমাতে সাহায্য করে। পুদিনা এবং টক দই ফেস মাস্ক

তাজা পুদিনা পাতা পেস্ট করে তার সঙ্গে টক দই মিশিয়ে মুখে লাগান। ১০-১৫ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন।

পুদিনা ত্বককে ঠান্ডা রাখে। দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বককে এক্সফোলিয়েট ও উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে।

গোলাপ জল এবং চন্দন ফেস মাস্ক

এক টেবিল চামচ চন্দন পাউডারের সঙ্গে এক টেবিল চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এই ফেস প্যাকটি মুখে ১৫ মিনিট মতো লাগিয়ে রাখুন। চন্দন ত্বককে ঠান্ডা করার জন্য উপকারী। গোলাপ জল ত্বককে হাইড্রেট এবং উজ্জ্বল করে।

শসা এবং টক দই ফেস মাস্ক

অর্ধেক শসার পেস্ট করে তাতে টক দই মিশিয়ে নিন। ১০ মিনিট এই ফেস প্যাকটি মুখে লাগিয়ে রাখুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। শসা ত্বককে ঠান্ডা করে এবং টক দই ত্বককে এক্সফোলিয়েট ও হাইড্রেট রাখে। গ্রিন টি এবং মধুর ফেস মাস্ক এক টেবিল চামচ গ্রিন টি গরম জলে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। পাতা ছেঁকে নিন এবং এক টেবিল চামচ মধুর সঙ্গে এই চা মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। ১৫ মিনিট এই পেস্টটি মুখে লাগিয়ে রেখে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

গ্রিন টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ এবং ত্বক ঠান্ডা করে। মধু ত্বককে হাইড্রেট রাখে।

ওটস-ডালিয়ায় খেয়ে বিরক্ত ?

মেদ ঝরাতে বাঙালি অনেকদিন আগে থেকেই ওটসের সাহায্য নিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ কমাতে মুড়ির বিকল্প হয়ে গিয়েছে ওটস। যদিও এই খাবারে কোনও ক্ষতি নেই। মধ্যপ্রদেশ এক ইঞ্চি না কমলেও ব্লাড সুগার থেকে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বেশ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যদিও আগেকার দিনে মা, ঠাকুমারা ওটসের ব্যবহার জানতে না।

তাঁদের ভরসা ছিল ডালিয়া, বার্লিতে। দেখতে গেলে এই সব খাবারই ওজন কমাতে সহায়ক। এতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম আর ফাইবারের পরিমাণ বেশি। আর এখন ট্রেন্ডে রয়েছে কিনোয়া। দানাশস্যের মতো দেখতে হলেও কিনোয়া বীজ। তবে, দানাশস্যের মতোই কিনোয়া বেশ স্বাস্থ্যকর। বরং, এখন বিশ্বে এ সুনাম 'সুপারফুড' হিসেবে।

ওটস কিংবা ডালিয়াতে যে পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, তার থেকে কম কার্বোহাইড্রেট মেলে কিনোয়ায়। তার উপর এই কিনোয়ায় প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে কিনোয়ার মতো খাবারের বিকল্প খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। কিনোয়ার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুব কম। সুতরাং, এই খাবার খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা একদম নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তার উপর অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে ভরপুর। এই খাবারে ভিটামিনের চাহিদাও পুরণ হয়ে যায়। ডায়েটের জন্য যাঁরা গ্লুটান-ফ্রি খাবারের সন্ধানে থাকেন, তাঁদের জন্য আদর্শ কিনোয়া। সুতরাং, এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে, কিনোয়া খেয়ে ওজন কমানো যাবে না। বরং, কিনোয়া খেলে আপনার থাকবেন ফিট। সাধারণত জলখাবারেই কিনোয়া খাওয়া হয়। দানাশস্য না হলেও ওটস, ডালিয়ার মতোই রান্না করা হয় কিনোয়া। তবে সেদ্ধ কিনোয়ার চাইতে ভারতীয় স্টাইলে কিনোয়া অনেক বেশি সুস্বাদু। অর্থাৎ কিনোয়া দিয়ে পোলাও থেকে ধোসা সবই রেঁধে নেওয়া যায়। আর শুধু যে জলখাবারেই এই খাবার খেতে হবে এমন কোনও মানে নেই। তবে দিনের শুরুতে এই খাবার খেলে ওজন কমানো সহজ হবে। তাই ব্রেকফাস্টে আপনি কিনোয়ার উপমা খেতে পারেন।

কিনোয়ার উপমা তৈরির রেসিপি-

উপকরণ: ২ কাপ কিনোয়া, ৩ টেবিল চামচ করে গাজর ও বিনসের কুচি, ৪ টেবিল চামচ কর্ন বা ছাড়ানো ভুট্টা, ২ টেবিল চামচ করে লাল, হলুদ ও সবুজ ক্যাপসিকামের কুচি, ১ চা চামচ আদা কুচি, ১ চা চামচ কাঁচালঙ্কা কুচি, ৪ টেবিল চামচ টমেটো কুচি, ৩ টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি, ১ টেবিল চামচ চিনাবাদাম, ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল, স্বাদ অনুযায়ী নুন ও গোলমরিচের গুঁড়ো আর ১ চা চামচ গোটা সর্ষে।

পদ্ধতি: কুইনো প্রথমে সেদ্ধ করে নিন। সমস্ত সবজি কুচিয়ে নিন। চিনাবাদাম ভেজে তুলে নিন। কড়াইতে তেল গরম করুন। গোটা সর্ষে, কাঁচা লঙ্কা কুচি ও আদা কুচি ফোড়ন দিন। এবার এতে গাজর ও বিনসটা ভাল করে ভেজে নিন। তারপর এতে ভুট্টা, পেঁয়াজ ও ক্যাপসিকাম কুচি দিয়ে দিন। এবার এতে টমেটো কুচি দিন। স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচ দিয়ে ভাজতে থাকুন। সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে এলে এতে সেদ্ধ করে রাখা কিনোয়া দিয়ে দিন। সবজির সঙ্গে কিনোয়া মিশে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। ব্যস তৈরি কিনোয়ার উপমা। এই রেসিপিতে আপনি আপনার পছন্দমতো সবজিও ব্যবহার করতে পারেন। আর জলখাবারে উপভোগ করতে পারে কিনোয়ার উপমা।

মদ খেয়েও কমাতে পারেন আপনার ওজন

মদ্যপানের ফলে ওজন বাড়ে, মেদ বাড়ে - এমন কথা তো সকলেরই জানা। কিন্তু মদ্যপানের ফলে যে ওজন কমতে পারে, এ কথা ক''জন জানেন? সম্প্রতি ইংল্যান্ডের কয়েক জন পুষ্টিবিদ এবং চিকিতক এই বিষয়টি প্রমাণ করে দিয়েছে। তবে এ জন্য মানতে হবে একটি নিয়ম।

হালে ইংল্যান্ডের কয়েক জন গবেষক দেখিয়েছেন, মদ্যপানের ফলে কমতে পার ওজন।

বিভিন্ন অঙ্গের আশপাশে মেদ জমার পরিমাণও কমে যেতে পারে। তাঁদের মতে, ফ্যাট যখন দেহের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অঙ্গের চারপাশে জমা হয়, তখন তাকে ''ভিসেরল ফ্যাট'' বলে। ত্বকের নীচে যে মেদ জমা হয়, এই মেদ তার থেকে কিছুটা আলাদা। এই মেদের পরিমাণই কমতে পারে একটি বিশেষ মদের কারণে।

এই বিশেষ মদটি কী জানেন? এটি হল ওয়াইন। রেড এবং হোয়াইট দু'ধরনের ওয়াইন খেলেই এই বিশেষ মেদের পরিমাণ কমতে পারে। নানা বয়সের প্রায় ২০০০ প্রাপ্ত বয়স্ককে নিয়ে এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ওয়াইনের প্রভাবে তাঁদের লিভার, অগ্ন্যাশয় ও ক্ষুদ্রান্ত্রের পাশে জমা হওয়া ভিসেরল ফ্যাটের পরিমাণ কমেছে। কিন্তু বিয়ার, ভদকা কিংবা হুইস্কির মতো অন্যান্য পানীয়ের কারণে এই ফ্যাট বেড়েছে।

কাঁঠাল বীজের গুন সুস্থতার চাবিকাঠি

গ্রীষ্মকালীন সুস্বাদু ফল কাঁঠালের গুণাগুণ কমবেশি সকলেরই জানা। তবে ফেলে দেওয়ার আগে জেনে নিন কাঁঠালবীজের গুরুত্ব। কাঁঠালবীজের মধ্যে রয়েছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং ফাইবার। এছাড়া রয়েছে ভিটামিন বি, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াস, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন এবং কপার।

কাঁঠালের মধ্যে রয়েছে আরও সব পুষ্টিগুণ যা আপনার শরীরকে একাধিক সমস্যাকে দূরে রাখবে।

এছাড়াও কাঁঠালের দানায় রয়েছে লিগন্যানস, স্যাপোনিনস, আইসোফ্ল্যাবোনস ও ফাইট্রোনিউট্রিয়েন্টস- যা ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে; কাঁঠালের দানার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান। যেসব ব্যাকটেরিয়ার কারণে খাবার থেকে অসুখ হয়, সেগুলো রোধে এটি সাহায্য করে; কাঁঠালের দানা হাড় ভাল রাখে। এর মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, যা ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে। এটি হাড়ের ক্ষয় রোধ করে। উল্লেখ্য, কাঁঠালবীজ গুঁড়ো করে আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্নধরণের রোগ নিরাময়ের ওষুধ সেবনের কাজ করে। তবে, অনেকের কাঁঠাল ও কাঁঠালবীজে অ্যালার্জি থাকতে পারে, তাই সেক্ষেত্রে চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে খাওয়া উচিত

জীবে দয়া

অভিজিৎ রায়

আমার জ্যেঠিমার মত সুচিবাই গ্রস্থ মহিলা এ জীবনে দ্বিতীয়টি আর চোখে পড়েনি। শুনলে অবাক হবেন জ্যেঠিমার সাম্রাজ্যে চিড়ে-মুরি খেলেও সাবান দিয়ে হাত ধুতে হতো। জ্যেঠিমার ভয়ে আমার দুই বৌদিরা সর্বদা শশব্যস্ত হয়ে থাকতেন। আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন বড়ই দয়ালু। বললে কতটা বিশ্বাস করবেন জানি না --- বাড়ির ঠিকে ঝির মৃত্যুতে জ্যেঠিমা খুব ধুমধাম করে তাঁর শ্রদ্ধ---শান্তি করিয়েছিলেন। অনেকে বাপের শ্রাদ্ধেও এতটা খরচ করে না।

একদিন হঠাৎ নাম-গোত্রহীন একটি বেড়াল কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল। ঠিক দুপুরে খাওয়ার সময় নিয়মিত ওর আবির্ভাব ঘটতো। একদিনের জন্যেও নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। তারপর সারাদিন ও কোথায় দিনাতিপাত করতো কে জানে ! যদিও জ্যেঠিমার ভয়ে বাড়ির ছোটরা কেউই বেড়ালটির কাছে যেতে সাহস পেত না। দৈবাৎ গায়ে ছোঁয়া লেগে গেলে হয়তো জানুয়ারীর ঠান্ডায় দ্বিতীয়বার স্নানও করতে হতে পারে! অথচ ক্রমে দেখা গেল যে, স্বয়ং জ্যেঠিমাই বিড়াল ভাবে বিভাবিত হয়ে পড়েছেন। নিজের ভাগের মাছের টুকরোটা তিনি নানান অজুহাত দায়ের করে বেড়ালটির জন্যে তুলে রাখতেন। শুধু বলতেন-- ওরা অসহায় অবলা জীব কে খেতে দেয় না-দেয়। এসব বলে নিজের দুর্বলতার কথাটা তিনি কখনো প্রকাশ করতে চাইতেন না। এমন কি রাতে দুধ রুটির সঙ্গে যে পরিমান দুধ দেওয়া হতো জ্যেঠিমাকে তার থেকেও তিনি সল্প পরিমান দুধ তুলে রাখতেন। কিন্তু এত ভাব-ভালোবাসা থাকা সত্বেও বেড়ালটিকে তিনি কখনো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দিতেন না। সেই ব্যাপারে ছিল আমাদের উপর তাঁর কঠোর নিষেধাজ্ঞা। তৎসত্ত্বেও একদিন ভোরবেলায় জ্যেঠিমার ফুট ম্যাটের উপর তাকে শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। সেই থেকে জ্যেঠিমা রাতে শোওয়ার আগে খাটের তলাটা ভালো করে দেখে নিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে শুতেন।

মাস তিনেক পরের ঘটনা। বেড়ালটা দুপুরের খাওয়ার সময় একদিন অনুপস্থিত। জ্যেঠিমা যথারীতি নিজের ভাগের মাছটা তার জন্যে তুলে রেখেছিলেন যদি কখনো আসে এই ভেবে। কিন্তু সেদিন বিকেলেও তাকে দেখা গেল না। জ্যেঠিমা গম্ভীর হয়ে গেলেন। কারো সাথে কথা বলতেও তাঁর দ্বিধা এমন একটা ভাব তাঁর সারা মুখমন্ডলে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরের দিন সকালে এককাপ চা ও দুটো বিস্কুট খেয়ে তিনি বেড়ালের খোঁজে বেরোলেন। অবশেষে কারোর কাছে খোঁজ না পেয়ে পাড়ার সেকেন্ড লাইনে স্থিত কালীবাড়িতে গিয়ে একাকী মা-কালীর সামনে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। দুপুরের খাওয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার অনেক পরে কালীবাড়ির পূঁজারী উদয়ন মন্দির বন্ধ করবে বলে জ্যেঠিমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। জ্যেঠিমার সে কি আলুথালু অবস্থা। সচক্ষে না দেখলে বোলে বোঝানো সম্ভব নয়। জ্যেঠিমা সেদিন এক গেলাস জল ছাড়া কিছুই খেলেন না। বেড়ালটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর থেকে জ্যেঠিমা সধবা হয়েও চিরতরে মাছ খাওয়া পরিত্যাগ করেছিলেন। দুদিন পর লোকমুখে অবশ্য শোনা গিয়েছিল- রাস্তার কুকুরের সঙ্গে লড়াইয়ে ওর অকাল মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার আগরতলা রেলস্টেশন থেকে গাঁজা সহ এক বিহারী যুবককে আটক করে পুলিশ।

সংকল্প থেকে বিজয়: যক্ষ্মার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের মানচিত্র

।।জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী,
ভারত সরকার

এবারের বিশ্ব যক্ষ্মা (টিবি) দিবসে, যক্ষ্মার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত কিভাবে প্লেবুকটি নতুন করে লিখছে তা আমি অত্যন্ত গর্বের তুলে ধরছি। সদ্য সমাপ্ত ১০০ দিনের সমন্বিত যক্ষ্মা-মুক্ত ভারত অভিযান যেমন উদ্ভাবনের শক্তিকেই তুলে ধরেছি, তেমনি, এটাও করে দেখিয়েছে যে সমাজকে যুথবদ্ধভাবে কর্মসূচি গ্রহণের পদ্ধতি কতটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যক্ষ্মা রোগী শনাক্তকরণকে ত্বরান্বিত করা, মৃত্যুহার কমানো এবং নতুন সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে এই প্রচারাভিযান শুরু করা হয়।

যক্ষ্মা নির্ণয়ের জন্য ১০০ দিনের সমন্বিত যক্ষ্মা-মুক্ত ভারত অভিযান অত্যাধুনিক কৌশল প্রবর্তন করেছিল। এমনকি যাদের লক্ষণ নেই তাদেরও যাতে চিহ্নিত করা যায় এবং চিকিৎসা করা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ডায়াবেটিস, ধূমপায়ী, মাদকাসক্ত, এইচআইভি আক্রান্ত, বয়স্ক, কম বিএমআই এবং যক্ষ্মা রোগীদের পরিবারের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিসহ উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে পোর্টেবল এক্স-রে মেশিনগুলিকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত এক্স-রে তাৎক্ষণিকভাবে সন্দেহভাজন যক্ষ্মা রোগীদের চিহ্নিত করেছিল এবং গোল্ড-স্ট্যান্ডার্ড নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যামপ্লিফিকেশন টেস্ট (এনএএটি) ব্যবহার করে নিশ্চিত করা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টাগুলি এটা নিশ্চিত করেছিল যে সংক্রামক কেসগুলি সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং দ্রুত তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যার ফলে সংক্রমণ রোধ করে তাদের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল।

এই অভিযানটি দেশের প্রতিটি কোণে পৌঁছে গিয়েছিল। এর মাধ্যমে ১২.৯৭ কোটি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষকে স্ক্রিনিং করা হয়েছিল। এই নিবিড় প্রচেষ্টার ফলে ৭.১৯ লক্ষ যক্ষ্মা রোগীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে ২.৮৫ লক্ষ মানুষ উপসর্গহীন ছিলেন। এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ না নেওয়া হলে তারা যক্ষ্মা চিহ্নিতকরণ থেকে বাদ পড়তেন। এইভাবে যক্ষ্মা সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব হয়েছে এবং এটি একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে - যাকে একটি টার্নিং পয়েন্ট বলা চলে।

টিবি- মুক্ত ভারত অভিযান: একটি গণ আন্দোলন:

তবে এই রূপান্তরের আসল কারিগর কেবলমাত্র প্রযুক্তিই ছিল না। সে ছিল সমাজের পক্ষ থেকে পাওয়া অভূতপূর্ব সাড়া। যক্ষ্মা নির্মূল এখন জন-অংশীদারিত্বের একটি গণআন্দোলন। সারা ভারত জুড়ে, ১৩.৪৬ লক্ষেরও বেশি নি-ক্ষয় শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে মাননীয় সাংসদ, বিধায়ক পিআরআই এবং ইউএলবি-র প্রতিনিধি সহ ৩০,০০০ এরও বেশি নির্বাচিত প্রতিনিধি ১০০ দিনের যক্ষ্মা মুক্ত ভারত অভিযানকে সফল করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। কর্পোরেট অংশীদার এবং সাধারণ নাগরিকরা এই প্রচারাভিযানে যোগ দিয়েছিলেন, যা এই ধারণাটিকে আরও শক্তিশালী করেছিল যে যক্ষ্মা নির্মূল করা কেবল একটি সরকারি দায়িত্ব নয় বরং এটি একটি সম্মিলিত মিশন। এবং এই মিশনে রাজ্য /কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে জন ভাগীদারীত্বকে একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল, যেখানে ২২টি লাইন মন্ত্রকের অধীনে যক্ষ্মা সচেতনতামূলক প্রচার, পুষ্টি কিট বিতরণ, যক্ষ্মামুক্ত ভারতের জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ ইত্যাদির মত ৩৫ হাজারটিরও বেশি কার্যক্রম আয়োজিত হয়েছিল। সেইভাবে, পিএসইউ, বাণিজ্য সমিতি, ব্যবসায়িক সমিতি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং ৭৮ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭.৭ লাখেরও বেশি ছাত্র যক্ষ্মা সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল, যেখানে ২১ হাজারটিরও বেশি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারাগার, খনি, চা বাগান, নির্মাণ সাইট এবং কর্মক্ষেত্রে জনাকীর্ণ অবস্থানে ৪.১৭ লাখের বেশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের স্ক্রীনিং ও পরীক্ষা করা হয়েছিল। ক্যাম্পেইন চলাকালে ধর্মীয় নেতা এবং কমিউনিটি ইনফ্লুয়েন্সারদের অংশগ্রহণে ২১০০০টিরও বেশি যক্ষ্মা সচেতনতামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় সংকল্প জন-ভাগীদারিত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যা রোগীদের গ্রহণ করার জন্যই শুধু নয়, তাদের পুষ্টির জন্য নয়, মনোসামাজিক এবং পেশাগত সহায়তার জন্য ব্যাপক সামাজিক সমর্থন জুগিয়েছিল। টিবি রোগীদের জন্য সহায়তা আজ আর কেবল হাসপাতালগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় - এটি বাড়িতে, গ্রামে এবং কর্মক্ষেত্রেও ঘটছে। নি-ক্ষয় মিত্র উদ্যোগের মাধ্যমে, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি টিবি-প্রভাবিত পরিবারগুলিকে পুষ্টিকর সহায়তা প্রদান করছে, ইতোমধ্যে হাজার হাজার খাদ্য বাস্কেট বিতরণ করা হয়েছে। মাত্র ১০০ দিনে ১,০৫,১৮১ জন নতুন নি-ক্ষয় মিত্র নিবন্ধিত হয়েছেন। পুষ্টি ও টিবি পুনরুদ্ধারের মধ্যে জটিল সম্পর্কের মান্যতা দিয়ে, সরকার নি-ক্ষয় পোষণ যোজনার আওতায় প্রতি মাসে ৫০০ টাকার সহায়তা দ্বিগুণ করে ১,০০০ টাকায় নিয়ে এসেছে, যাতে কোনো টিবি রোগীকে একাকী এই যুদ্ধ করতে না হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ডিফারেনসিয়েটেড টিবি কেয়ার প্রোগ্রামের আওতায় যক্ষ্মা রোগীদের জন্য উপযুক্ত এবং ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা প্রদান করছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও যক্ষ্মা রোগীর ওজন কম পাওয়া যায় (বিএমআই< ১৮.৫ কেজি / মি২ সহ), তাদের স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীরা একটি উপযুক্ত পুষ্টি এবং চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং চিকিৎসার সময় প্রতি মাসে তাদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন।

বেগবান ১০০ দিনের অভিযান:

এই অভিযানের বেগবত্তা এটাও দেখিয়েছে যে কীভাবে একটি সমগ্র সমাজ এবং সমগ্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি রূপান্তরমূলক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। ২২টি মন্ত্রক যক্ষ্মা সচেতনতা এবং পরিষেবাগুলিকে দৈনন্দিন জীবনে একীভূত করতে একটি সমন্বিত বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। টিবি সচেতনতা ভাসমান গোয়া কার্নিভাল প্যারেডের একটি হাইলাইট হয়ে ওঠেছিল। সারা দেশের স্কুলগুলিতে, যক্ষ্মা সচেতনতা বার্তাগুলি প্রাতঃকালীন সমাবেশগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক হাজার হাজার দর্শনার্থীদের বিনামূল্যে টিবি স্ক্রিনিং দেওয়ার জন্য ক্লাস্টার অফিসগুলির নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়েছিল। এই বিবিধ প্রচেষ্টা যক্ষ্মার কলঙ্ককে ছিন্ন করেছে, ভুল তথ্যের সংশোধন করেছে এবং যক্ষ্মা নির্মূলকে জনচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে।

১০০ দিনের অভিযানের কেবল শুরু। ভারত এই প্রচেষ্টাগুলোকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই উদ্যোগ এটা নিশ্চিত করছে যে প্রতিটি নাগরিক - তারা যেখানেই বসবাস করুক না কেন — তারা আধুনিক নির্ণয়, মানসম্মত চিকিৎসা এবং সামাজের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন পাবেন। যেমন ভারত কোভিড-১৯ পরীক্ষাকে দ্রুত বাড়িয়েছিল, তেমনই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক পরবর্তী প্রজন্মের যক্ষ্মা পরীক্ষার জন্য বিনিয়োগ করছে যাতে শেষ মাইলের কাছে দ্রুত এবং আরও সঠিক পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে পৌঁছানো যায়।

স্বচ্ছ ভারত মিশন বা পোলিও নির্মূল অভিযান, যার মাধ্যমেই হোক না কেন, সমষ্টি-চালিত অভিপ্রচেষ্টার শক্তি ভারত এর আগেও প্রত্যক্ষ করেছে। একইভাবে, যক্ষ্মা মুক্ত ভারত অভিযান এখন জনমুখী আরেকটি আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে। যখন উদ্ভাবন সুবিধার সাথে মিলিত হয় এবং যখন সরকার, সমাজ এবং নাগরিকরা একত্রিত হন তখন অসম্ভবকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হয়।

ভারত শুধু যক্ষ্মার বিরুদ্ধেই লড়াই করছে না, আমরা একে পরাজিত করতে চলেছি।

পেঁয়াজের উপর থেকে ২০% রপ্তানি শুল্ক তুলে নিল কেন্দ্র, ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): পেঁয়াজের উপর থেকে ২০% রপ্তানি শুল্ক তুলে নিয়েছে কেন্দ্র, যা ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, 'পেঁয়াজের উপর ৪০% রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, কিন্তু যখন দাম কমতে শুরু করে এবং কৃষকরা কম দাম পেতে শুরু করেন, তখন সরকার রপ্তানি শুল্ক ৪০% থেকে কমিয়ে ২০% করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন, আমরা ২০% রপ্তানি শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পেঁয়াজের রপ্তানিতে কোনও রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হবে না, যাতে আমাদের কৃষকদের উৎপাদিত পেঁয়াজ রপ্তানি শুল্ক ছাড়াই বিশ্ব বাজারে যায় এবং কৃষকরা লাভজনক মূল্য পেতে পারে।'

বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের কোচে অবৈধ অন্য যাত্রী, জরিমানা রেলের

কোটা, ২৪ মার্চ (হি.স.): রাজস্থানের কোটা রেল বিভাগের 'রেল সহায়তা পোর্টাল ১৩৯ '-এ আসা অভিযোগগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। কোটা ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার ও জনসংযোগ আধিকারিক সৌরভ জৈন জানিয়েছে , রেল সহায়তা পোর্টালে ১২৯৫৬ জয়পুর-মুম্বই সেন্ট্রাল সুপারফাস্ট ট্রেনের বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের কোচে অবৈধ যাত্রীদের ভ্রমণের অভিযোগ আসে। সোমবার ট্রেনটি সাওয়াই মাধোপুর স্টেশনে পৌঁছলে সাব-ইনস্পেক্টর মোতিলাল মীণা ও অন-ডিউটি টিটিই অবৈধ যাত্রীদের চিহ্নিত করেন। ৫ যাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে ৩,৩০৫ টাকার জরিমানা নেওয়া হয়।

আহমেদাবাদে বুলেট ট্রেনের নির্মাণ প্রকল্পে দুর্ঘটনা, বাতিল ২৫ ট্রেন

আহমেদাবাদ, ২৪ মার্চ (হি.স.): গুজরাটের আহমেদাবাদে বুলেট ট্রেনের নির্মাণ প্রকল্পে দুর্ঘটনা। ট্রেন লাইনের উপর ভেঙে পড়ল ধাতুর পাত। যদিও তাতে বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি না হলেও, বাতিল করা হয়েছে কমপক্ষে ২৫টি ট্রেন। ফলে ভোগান্তিতে পড়তে হয় যাত্রীদের। তবে দুর্ঘটনার জেরে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাত ১১ টা নাগাদ। ওই সময় আহমেদাবাদের ভাটভায় বুলেট ট্রেনের নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করছিলেন শ্রমিকেরা। কাজ চলাকালীন কংক্রিটের গার্ডার চালু করার পর একটি ধাতুর পাত পিছনে টেনে আনা হচ্ছিল, ঠিক তখনই ভারসাম্য হারিয়ে সেটি নীচে পড়ে যায়। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রেললাইন। ফলে ভাটভা-আহমেদাবাদ ডাউন-লাইনে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল।

রেল সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার পর রেলের তরফে ভাটভা-বোরিভালি এক্সপ্রেস, আহমেদাবাদ-মুম্বই সেন্ট্রাল এক্সপ্রেস, ভাদোদরা-ভাটভা ইন্টারসিটি, আহমেদাবাদ-ভালসাদ গুজরাট কুইন, জামনগর-ভাদোদরা ইন্টারসিটি, ভাদনগর-ভালসাদ-ভাদনগর এক্সপ্রেস, ভাটভা-আনন্দ এক্সপ্রেস সহ প্রায় ২৫টি ট্রেন বাতিল করা হয়। যাত্রীদের সাহায্যের জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বরও চালু করেছে রেলওয়ে।

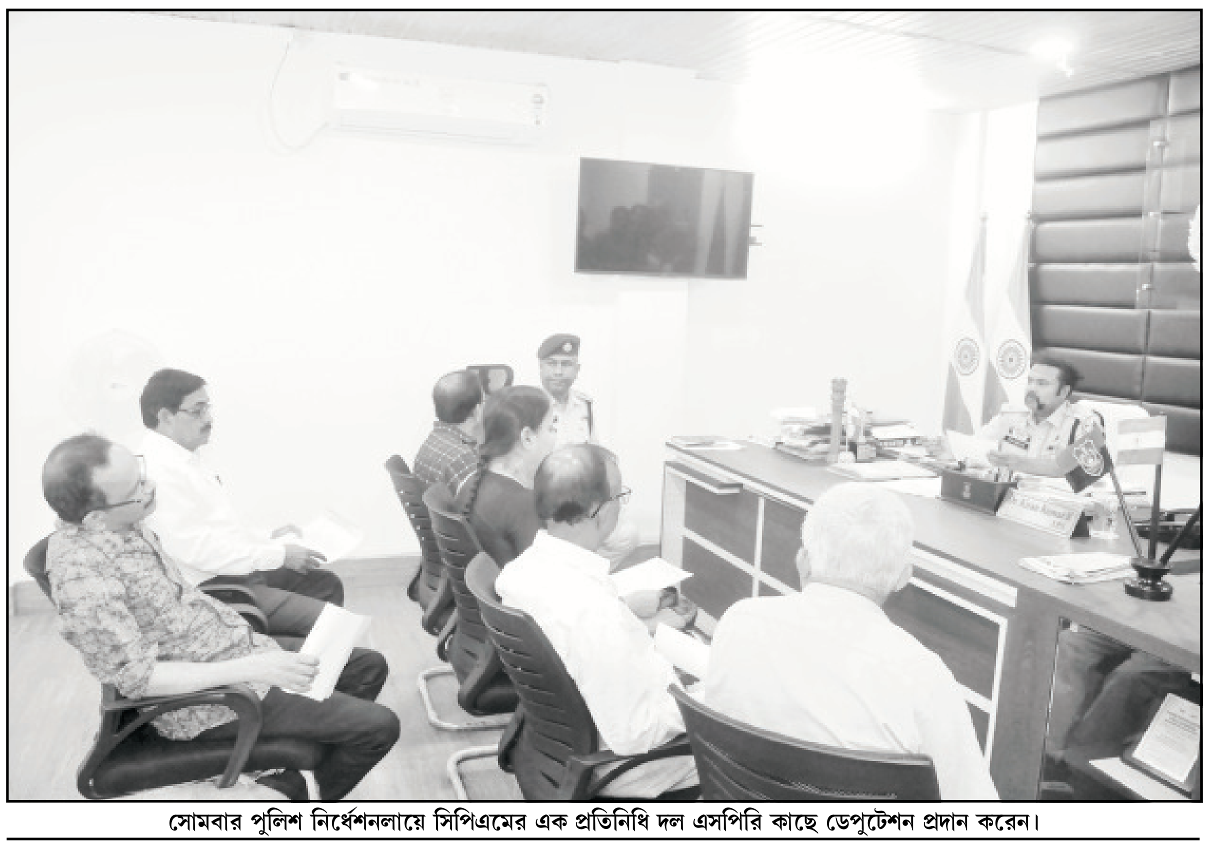
সোমবার পুলিশ নির্দেশনালয়ে সিপিএমের এক প্রতিনিধি দল এসপিরি কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন।

কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বাজেট অব্যবহৃত, বিধানসভায় তথ্য প্রকাশ

আগরতলা, ২৪ মার্চ: বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী টিঙ্কু রায় লিখিত উত্তরে কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বেতন এবং বেতন বহির্ভূত তহবিলে উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অব্যবহৃত অর্থের তথ্য উঠে এসেছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে, রাজ্য সরকার বেতনের জন্য ৬৮১.০০ লক্ষ টাকা এবং বেতন বহির্ভূত তহবিলের জন্য ১৫০.৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। তবে, বেতনের ৫৩.৬২ লক্ষ টাকা এবং বেতন বহির্ভূত তহবিলে ২৯.৪১ লক্ষ টাকা অব্যবহৃত থেকে যায়।

বর্তমান ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে, ২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, বেতন এবং বেতন বহির্ভূত তহবিলে খরচের জন্য যথাক্রমে ৭৩১.৯৮ লক্ষ টাকা এবং ১০২.৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে, বেতনের ৬৩.১৩ লক্ষ টাকা এবং বেতন বহির্ভূত তহবিলে ৩৮.৫০ লক্ষ টাকা অব্যবহৃত রয়েছে।

এছাড়াও, এই সময়ে বিভাগটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের তহবিল সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারেনি। ২০২৩-২৪ সালে ১৫.১৪ লক্ষ টাকা এবং চলমান অর্থবর্ষে ২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১০.৩৬ লক্ষ টাকা অব্যবহৃত থেকে যায়।

বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন।

রেড রিবন ক্লাব ও এনএসএস- র যৌথ উদ্যোগে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৪ মার্চ: মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের রেড রিবন ক্লাব ও জাতীয় সেবা প্রকল্পের (এনএসএস) যৌথ উদ্যোগে, সাব্রুম পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় আজ মাদকের বর্তমান ভয়াবহ হুমকির বিরুদ্ধে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয় কলেজ হলঘরে।

অনুষ্ঠানে কলেজ ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও কলেজের আধ্যাপক-আধ্যাপিকারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশাল কুমার, আইপিএস, দক্ষিণ ত্রিপুরা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার, সাব্রুম। তাছাড়া মনু ও সাব্রুম থানার অধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন কলেজে অধ্যক্ষ ড.অনুপম গুহ। প্রথাগত ভাবেই অতিথিদের বরণ, সবুজ গাছে জল সিঞ্চন এবং উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক অরূপ পাটারী। ড্রাগস সেবন ও সংগে পাল্লা দিয়ে এইচআইভি-এইডসবর্তমানে একটি মহামারী ব্যাধি হিসেবে গন্য। এই রোগ বিশ্বের বিশাল জনসংখ্যায় বিদ্যমান যা অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মাদক সেবন বর্তমানে এইডসছড়িয়ে দিতে সহায়তা করছে। মাদক সেবনের আসক্তি এবং সম্প্রতি শিরায় মাদক ব্যবহারের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ফলে আমাদের রাজ্যে প্রতি মাসে ১৫০ - ২০০ জনকে সংক্রমিত হতে দেখা যাচ্ছে। ০২২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে সরকারের প বি. স ং খ্য া ে ন এইচআইভি-এইডসরোগীর মোট সংখ্যা ছিল ৫৩৩০ জন , বর্তমানে সংক্রমনদ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সত্যিই উদ্বেগের কারন। বিশেষ করে মাদক সেবনকারীদের মধ্যে এইচআইভি-পজিটিভের সংখ্যা খুবই অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে। অনুষ্ঠানের উপস্থিত অতিথিরা মাদকাসক্তী ও এইচআইভি-এইডসসম্বন্ধীয় উওর-পূর্ব ভারত তথা আমাদের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান রাজ্য সরকারের সদার্থক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে সমাজ গঠনে সঠিক ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন সরকার এবিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। বিশাল কুমার, ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন তোমাদের সময়ের সঠিক পরিচর্য্যা ও পড়াশুনার পাশাপাশি বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়া বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ভীষন প্রয়োজন। তিনি তাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত ও সঠিক পথে চলার আবেদন করেন। সাব্রুম পুলিশ আধিকারিক শ্রী সরকার উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মাদক সেবনকারী ও পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইনি তথ্য তুলে ধরেন ও সচেতন হওয়ার আহ্বান করেন। উপস্থিত অনান্য অতিথিরাও ড্রাগাসক্তির কারন, লক্ষন, সরকারী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা তুলে ধরেন এবং সকলকে ড্রাগসের অপব্যবহার রোধে সোচ্চার হওয়ার আবেদন করেন। অধ্যক্ষ ড.অনুপম গুহ বলেন কলেজে পড়াশুনার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত সচেতনতামূলক কর্মসূচি, কলেজের অভিযোজিত গ্রামগুলিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির, রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত ভাবে বিভিন্ন অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার অহবান করেন। কলেজের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী পুজা কর্মকার ও প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র রুবেল ত্রিপুরা ড্রাগস ও এইচআইভি-এইডসসম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা ও সকলকে সচেতন হওয়ার অবেদন করে। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. দীপঙ্কর দেব। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. প্রবীর ভৌমিক। ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোওর পর্ব ও উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়। সমবেত জাতীয় সংগীতের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে হতাশ কমলপুরের কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি। কমলপুর, ২৪ মার্চ: উৎপাদিত কৃষিজ ফসলের উপযুক্ত মূল্য না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন কৃষক। ঘটনা কমলপুর মহকুমার কৃষি প্রধান অঞ্চল হালাহুলি সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে। কমলপুর মহকুমার হালহুলী, পঞ্চাশী, মোহনপুর, মেথির মিয়া, দারাং, লাটিয়াবিল, মেছুরিয়া, ডাববাড়ী, কচুছড়া সালেমা ইত্যাদি কৃষি প্রধান অঞ্চল বলে পরিচিতি রয়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে কয়েক হাজার কৃষক আছে যারা অধিকাংশ বন্ধন থেকে ঋণ নিয়ে জমিতে চাষাবাদ করে উৎপাদিত ফসল বাজারে পাইকারি দরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

এবার উৎপাদিত বিভিন্ন সবজি বাজার গুলিতে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। বাজার গুলিতে কাঁচা মরিচ কেজি প্রতি ১০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। পাইকারী কাঁচা মরিচ কেজি প্রতি ৫ টাকা থেকে ৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। মিষ্টি কুমড়ো কেজি প্রতি ৮ টাকা বিক্রি হচ্ছে। পটল ৪০ টাকা কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে। তিতা করলা কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে ১৮ টাকা থেকে ২০ টাকা। গতবছর এমন দিনে কাঁচা মরিচ কেজি প্রতি বিক্রি হয়েছিল ১৫০ টাকা। বাকি সব ফসল বিক্রি হয়েছে কেজি প্রতি ৮০ টাকা থেকে ১২০ টাকা দরে। এবার উৎপাদিত ফসল ভালো হওয়ার কারনে বাজারে সবজির দাম নেমে গেছে বলে জানান কৃষক কিশোর চন্দ। কমলপুর দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের অধীন হালহুলী পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কৃষক কিশোর চন্দ। উনার বাড়ির পাশে রয়েছে ৭ কানি কৃষি জমি। কৃষি কাজ করে চলছে উনার সংসার। প্রতিবছর বন্ধন থেকে লোন নিয়ে কৃষি কাজ করেন। ফসল বিক্রি করে বন্ধনের ঋণ মিটিয়ে দেন। এবারো তিনি বন্ধন থেকে ১ লক্ষ টাকা লোন নিয়ে সোয়া কানি জমিতে মরিচ, কুমড়ো, টমেটো সহ অন্যান্য ফসল করেন। জমিতে প্রচুর ফসল হয়েছে। বাজার নিয়ে গেলে ফসলের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না। এবারে কৃষিতে লোকশান হবে ভাবতে পারে নি। কি করে বন্ধনের ঋণ শোধ করবেন ভেবে আকূল কৃষক।

বাজেটের সমর্থনে ৮ টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে ধন্যবাদ র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ: বিজেপি সরকারের জনমুখী বাজেটকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজ ৮ টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে রাজধানীতে এক ধন্যবাদ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ দিনের রেলিতে উপস্থিত থেকে সদর শহর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য্য বলেন, রাজ্যের জন দরদি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, অর্থমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভা সমাজের সর্বস্তরের জনগণের কথা চিন্তা করে বাজেট পেশ করেছেন। সরকারী কর্মচারীদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষনা করেছেন। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তার জন্য ৫০ হাজার টাকা বীমা প্রকল্প ঘোষনা করেছে। এছাড়া কৃষি,শিক্ষা, শিল্প, পিছিয়ে পড়া নাগরিক,মহিলাদের উন্নয়নে, সমাজের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছেন। এই রাজ্য বাজেটের জন্য সরকারকে এ রেলির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এ দিন মন্ডলের নেতৃত্বরা।

নার্সারি ও স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন ধর্মনগর বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ মার্চ: প্রতিবছরের মতো এবারও নার্সারি ও স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া লটারির মাধ্যমে সম্পন্ন করল ধর্মনগর বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশন। এবছর নার্সারিতে ৩০ জন এবং স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবেন বলে জানিয়েছেন স্কুলের প্রিন্সিপাল।

ধর্মনগর বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনে প্রতিবছরের মতো এবারও নার্সারি ও স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ লটারি প্রক্রিয়া শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল রঞ্জু শর্মা, কাউন্সিলর পীযূষ কান্তি দে, এসএমসি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন।

এ বছর নার্সারিতে মোট ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে এসসি ক্যাটাগরির ৬ জন ও এসটি ক্যাটাগরির ১১ জন সংরক্ষিত ছিল। বাকিদের মধ্যে জেনারেল ক্যাটাগরির ১৮ জনকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। এই শ্রেণির জন্য মোট ৩৫টি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল।

অন্যদিকে, স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানে মোট ৫০টি আবেদনপত্র জমা পড়ে, যার মধ্যে ৩০ জনকে ভর্তি নেওয়া হবে। সংরক্ষিত আসনের মধ্যে এসটি ক্যাটাগরির জন্য ৫ জন, এসসি ক্যাটাগরির জন্য ৯ জন এবং জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য ১৬ জন নির্বাচিত হয়েছে।ভর্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী ২৬ ও ২৭ তারিখের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ২৯ তারিখের পর আর ভর্তি গ্রহণ করা হবে না। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেউ ভর্তি না হয়, তবে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানান প্রিন্সিপাল রঞ্জু শর্মা।

ছাত্র-যুব সংসদ ২০২৫- ত্রিপুরার ছাত্রসমাজের জন্য ঐতিহাসিক অধ্যায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ:সদ্যসমাপ্ত ছাত্র-যুব সংসদ ২০২৫-এর একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ে উত্তর-পূর্ব ভারত তথা ত্রিপুরার ছাত্রসমাজ এক নতুন ঐক্য, অগ্রগতি ও রাষ্ট্রচিন্তার দিশা পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ।অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানায়, সদ্যসমাপ্ত ছাত্র-যুব সংসদ ২০২৫-এর একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ে উত্তর-পূর্ব ভারত তথা ত্রিপুরার ছাত্রসমাজ এক নতুন ঐক্য, অগ্রগতি ও রাষ্ট্রচিন্তার দিশা পেয়েছে। এই সংসদের সবচেয়ে গর্বের বিষয়-ত্রিপুরা রাজ্যের ৯টি উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সরব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। তারা তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্য, সংকট ও সম্ভাবনার বার্তা বহন করে জাতীয় মঞ্চে তুলে ধরেন এবং এক অটুট ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে ওঠেন। সংসদের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্ব ছাত্র ও যুব সংসদে উপস্থিত হয়ে ত্রিপুরাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের ছাত্র, যুব প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবীরা এক মঞ্চে মিলিত হয়ে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ভাষা, সংস্কৃতি, সীমান্ত নিরাপত্তা ও সামাজিক সম্প্রীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ত্রিপুরা প্রদেশের তরফ থেকে নেতৃত্ব প্রদান করেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ত্রিপুরা প্রদেশের সম্পাদক গৌরব দাস।

নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছে রাজ্য সরকার, বিধানসভায় তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ:২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আপাত নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছে রাজ্য সরকার। বিরোধীদের তোলা প্রশ্নোত্তর পর্বের উত্তর দিতে গিয়ে একথা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা ।ত্রিপুরায় দ্বিতীয় বিজেপি সরকারের প্রথম বিধানসভা অধিবেশনের সোমবার ছিল দ্বিতীয় দিন। এদিন বিরোধীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের পক্ষ থেকে ২০২৫ -২০২৬ অর্থবছরে নতুন কোন ফায়ার স্টেশন রাজ্যে স্থাপন হবে কিনা, এবং বিশেষ করে রাজ্যের বামুটিয়া ও নতুন নগরে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধী দল ।আর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ২০২৫ - ২০২৬ অর্থবছরে আপাত নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয়েছে। তাছাড়া এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন গ্রামীন এলাকায় ৫০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে এবং শহর এলাকার ক্ষেত্রে জনসংখ্যার নিরিখে দশ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে যদি ফায়ার স্টেশন না থাকে, তবেই নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা হবে বলে বিধানসভায় জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৪ - ২৫ অর্থ বছরে রাজ্য সরকার ৪১ জন গ্রুপ সি কর্মচারী এবং ১৩৭ জন মাল্টি টাস্কিং (গ্রুপ ডি) কর্মচারীকে জেআরবিটির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা বিভিন্ন কলেজ ও প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করেছে। এর পাশাপাশি ২০২২ - ২৩ অর্থ বছরে ১০০ জন সহকারী অধ্যাপককে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার। এছাড়াও ২০১ জন সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। সেই সঙ্গে আরো ২০০ জন সহকারী অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য অর্থ দপ্তর অনুমোদন দিয়েছে। ইতিমধ্যে ১৩টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিপিএসসি) এর কাছে পাঠানো হয়েছে। আর যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। রাজ্য সরকার বরাবরই স্থায়ী পদে নিয়োগের জন্য সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গোপাল রায়

● আটের পাতার পর

উল্লেখ করেন। এবারের বাজেটেও অনিয়মিত কর্মচারীদের বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়মিত করা হচ্ছে না। তিনি প্রত্যেক কর্মচারীকে সমকাজে সমবেতন প্রদানের দাবি জানান। বিদ্যাজ্যোতি স্কুল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এসব স্কুলে কোন পরিকাঠামো নেই, শিক্ষক নেই। শহর এলাকার সড়ক গুলো উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হলেও গ্রামীন এলাকার সড়ক সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। জনমুখী, কর্মসংস্থান মুখী বাজেট তৈরীর প্রস্তাব উত্থাপন করেন তিনি। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের তীব্র বিরোধিতায় সরব হন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। আউটসোর্সিং বন্ধ করে সরকারি দপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নিয়োগের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সামগ্রী বিতরণ

● আটের পাতার পর

দেওয়া হয়। উক্ত ইফতার বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩১রাধাকিশোরপুর মন্ডল সভাপতি সানি সাহা ,সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল সভাপতি রেজাউল হোসেন , গোমতী জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সদস্য কবির হোসেন ,মন্ডলের অন্যতম সদস্য তথা শক্তি ইনচার্জ কুলক চক্রবর্তী, গোমতী জেলা আইটি কনভেনার শ্রী Gobinda Brahma গোবিন্দ ব্রহ্ম ,বিভিন্ন বুথের সভাপতিগন সহ সকল অংশের দলীয় কার্য্যকর্তারা ।আগামীকালও কয়েকটি মসজিদে ইফতার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে। ইফতার সামগ্রী পেয়ে সবাই খুশী।

দুই বছরে ১১৭১টি

● প্রথম পাতার পর

সালের মার্চ থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ১,১৭১টি সড়ক দুর্ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলির ফলে ৪৭৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১,২৫০ জন আহত হয়েছেন।এদিন তিনি আরো বলেন, সড়ক নিরাপত্তার প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের উপর জোর দেন। রাজ্য সরকার এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে একাধিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে: নিয়মিত যানবাহন পরীক্ষা: ‘‘জাতীয় ও রাজ্য মহাসড়কে যানবাহন নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হয় এবং মোটরযান আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে সচেতনতা সভার আয়োজন থাকে। ওই সভায় বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং অতিরিক্ত বোঝাই করা নিরুৎসাহিত করার জন্য চালক, মোটর সিন্ডিকেট এবং সাধারণ জনগণের সাথে ‘প্রার্থনা’ সভা আয়োজন করি। পাশাপাশি, চালকদের সতর্ক করার জন্য দুর্ঘটনাপ্রবণ এবং বিপজ্জনক রাস্তার বাঁকগুলিতে সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় যানবাহন চালানো চালকদের সনাক্ত করতে শ্বাস-প্রশ্বাস বিশ্লেষক ব্যবহার করা হয়, তিনি বলেন।

বাজেটের সমর্থনে খোয়াই মণ্ডলের মিছিল ও সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ মার্চ: ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের রাজ্য বাজেটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে খোয়াই মণ্ডলের উদ্যোগে আজ একটি ধন্যবাদ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৪টায় খোয়াই মণ্ডল কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া ধন্যবাদ মিছিলটি সুভাষ পার্ক, হাসপাতাল রোড, শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন, লালছড়া হয়ে আবার সুভাষ পার্কে বিবেকানন্দ মূর্তির পাদদেশে জমায়েত হয়। মিছিল ও সমাবেশে নেতৃত্ব দেন প্রদেশ বিজেপির সম্পাদক তাপস মজুমদার, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দাস, মণ্ডল সভাপতি অনুকূল দাস, এবং মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ নাগ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মণ্ডল সভাপতি অনুকূল দাস।

বক্তব্য রাখেন প্রদেশ সম্পাদক তাপস মজুমদার ও মণ্ডল সভাপতি অনুকূল দাস। প্রদেশ সম্পাদক তাপস মজুমদার বলেন, বর্তমান সরকার ৩২ হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছে, যা রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কথা ভেবে তৈরি। এই বাজেটে অসমজীবী মানুষ, কৃষক, যুবশক্তি, ব্যবসায়ী এবং কর্মচারীদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন যোজনা ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্য সরকার কর্মচারীদের জন্য ৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করেছে, যা সরকারি কর্মচারীদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এছাড়াও, রাজ্য সরকার বিকশিত ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে ১৩টি নতুন যোজনা চালু করেছে, যা রাজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সমাবেশের মাধ্যমে বিজেপি নেতৃত্ব দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তারা বলেন, বর্তমান সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ রাজ্যকে উন্নয়নের নতুন পর্যায়ে পৌঁছে দেবে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাবে। মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণকারী নেতাকর্মীরা রাজ্য সরকারের বাজেটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সরকারের বিভিন্ন জনমুখী পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এদিকে, রাজ্যের বিজেপি সরকারের ২৫ - ২৬ অর্থবছরের বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্যবাদ রেলি সংগঠিত করে ৩৫ বিলোনিয়া মন্ডল রেলিটি। সোমবার বিকেল পাঁচটায় বিলোনিয়া বিজেপি জেলা কার্যালয় অটল ভবনের সামনে থেকে সংগঠিত হয়। রেলিতে বিজেপি কার্য্য কর্তাদের পাশাপাশি নেতৃত্বদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত, মন্ডল মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মল্লিকা দে পাল, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি গৌতম দত্ত গুপ্ত, বিজেপি নেতা মানিক দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। রেলিটি বিলোনিয়া শহরের পথ পরিক্রমা করে বনকর বাজারের কৃষ্ণ মূর্তি পাদদেশের সামনে শেষ হয় ।সেখানে হয় সভা সেখানে আলোচনা রাখতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি বলেন রাজ্যের জন দরদি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা সহ মন্ত্রীসভা সমাজের সর্বস্তরের জনগণের কথা চিন্তা করে বাজেট পেশ করেছেন। সরকারী কর্মচারীদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষনা করেছেন। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তার জন্য ৫০ হাজার টাকা বীমা প্রকল্প ঘোষনা করেছেন,এছাড়া কৃষি,শিক্ষা, শিল্প, পিছিয়ে পড়া নাগরিক,মহিলাদের উন্নয়নে, সমাজের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছেন। বিলোনীয়া মন্ডলের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা সহ মন্ত্রীসভার সদস্যদের জনমুখি বাজেট উপহার দেওয়ার জন্য রেলির মাধ্যমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ মার্চ:দক্ষিণ জেলাভিত্তিক বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস আয়োজিত হয় বিলোনিয়া জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে। সোমবার দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দক্ষিণ জেলাভিত্তিক বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত। এছাড়া ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলা পরিষদের সদস্য শম্ভু মানিক, কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, জেলা টিভি অফিসার ডাক্তার বিতান সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য অতিথিগন ।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর জেলা টিবি অফিসার ডাক্তার বিতান সেনগুপ্তের স্বাগত ভাষণের অতিথিরা টিবি মুক্ত দক্ষিণ জেলা গড়ে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতার কামনার পাশাপাশি, টিবি রোগ হলে কি কি করনীয় , লক্ষন কি , কি ভাবে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সেই বিষয় তুলে ধরেন তাছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার টিবি রোগীদের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে সেই বিষয়ে তুলে ধরার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন বক্তাগন এই দিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২৩ টি পঞ্চায়েত ভিলেজ কাউন্সিলকে ব্রোঞ্জ পদক এবং ৭৬ টি পঞ্চায়েত ও ভিলেজকে সিলভার পদক ও শংসাপত্র তুলে দেন অতিথিগন পাশাপাশি টিবি মুক্ত হয়ে সুস্থতার জন্য এই রকম দুইজন ব্যাক্তিকেও সংবর্ধনা প্রদান করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অতিথিগন।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় পিছিয়ে নেই মজলিশপুর, কলকাতার নিকো পার্কের আদলে নির্মিত হবে অত্যাধুনিক ইকো পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ:রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরতে এবং দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে ত্রিপুরাকে আরো আকর্ষণীয় করতে জিরানীয়ার শচীন্দ্রনগর কলোণীতে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কলকাতার নিকো পার্কের আদলে নির্মিত হবে অত্যাধুনিক ইকো পার্ক।

কেন্দ্রীয় সরকারের ”স্বদেশ দর্শন ২.০ ” প্রকল্পে এই পার্ক নির্মাণের অনুমোদন পাওয়ার পর দ্রুতগতিতে কাজ শুরু করার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আজ কলকাতা নিকো পার্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজীব কৌল জী, সভাপতি রাহুল মিত্র ও অরুপ গোস্বামী এবং পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ ও এলাকাবাসীদের সঙ্গে নিয়ে গোটা এলাকাটি পরিদর্শন করেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এই পার্ক নির্মাণে একদিকে যেমন কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে অপরদিকে জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে, এতে উপকৃত হবে এই এলাকার জনগণেরা।

বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ:২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এজন্য এই বাজেটের প্রশংসা করলেন এবিভিপি।

ত্রিপুরা সরকারের ঘোষিত ২৬,১৬৬.১৯ কোটি টাকার শিক্ষা বাজেটকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ত্রিপুরা প্রদেশ আন্তরিক অভিনন্দন ও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে।সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য মহাসচিব গৌরব দাস।

প্রাদেশিক সম্পাদক গৌরব দাস বলেন, এই বাজেট ত্রিপুরার ছাত্রসমাজের জন্য একটি প্রাজ্ঞ দিশার পথরেখা। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়ন, প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও ছাত্রকল্যাণে সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন এতে সুস্পষ্ট। তবে ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আহ্বান জানাই শিক্ষকদের গুণগত প্রশিক্ষণ, নৈতিক মূল্যবোধ, গবেষণা সহায়ক পরিবেশ ও ছাত্রদের সামগ্রিক বিকাশে যেন অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কারণ ছাত্ররাই জাতির নির্মাতা।

বেকার

● প্রথম পাতার পর

পরিষেবা পোর্টালে নিবন্ধিত মোট বেকার ব্যক্তির সংখ্যা ৩,৩৫,৫৫১ জন। তাদের মধ্যে ৮২,১৩৬ জন তফসিলি উপজাতি (এসটি) থেকে এসেছেন।

এদিন তিনি আরো বলেন, বেকারদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে ২৪৫ জন পিএইচডি ডিগ্রিধারী, ১৮,৯০৫ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং ১,০০৬ জন ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। এটি রাজ্যে দক্ষ কর্মসংস্থানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা তুলে ধরে।

এছাড়াও, প্রতিবেদনটি অতিরিক্ত বয়সী বেকার চাকরিপ্রার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর আলোকপাত করে, যেখানে ২,৩৮৩ জন ব্যক্তি সরকারি চাকরির জন্য বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কারখানায় তৈরি পিস্তল, দেশীয় তৈরি পিস্তল, রিভলবার এবং ৯ মিমি এবং ৭.৬৫ মিমি পিস্তলের মতো বিশেষায়িত মডেল সহ বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি তুলে ধরে। ২০২২ সালে মোট ২৫টি অস্ত্র জব্দ করা হয়েছিল, এরপর ২০২৩ সালে ৪৪টি এবং ২০২৪ সালে ২৬টি অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। মোট ৯৫টি উদ্ধার রাজ্যে অবৈধ অস্ত্রের প্রচলন মোকাবেলায় চলমান প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই ঘটনায় জড়িত মোট ১৩০ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১১১ জনকে সফলভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

সিপিআইএমের সদস্যের প্রতিনিধি দল পশ্চিম জেলার এসপির হাতে ডেপুটেশন প্রদান করেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিএমের এক নেত্রী বলেন, জনগনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবি নিয়ে সিপিএমের জয়পুরে একটি পথসভা আয়োজন করেছিল। ওই পথসভায় বিজেপির দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ চালিয়েছে। ওই আক্রমণে একাধিল নেতা কর্মী সর্মথকরা আহত হয়েছেন। এরই প্রতিবাদে আজ দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে এসপির হাতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

ধৃত এক

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে আগরতলা রেলস্টেশনে রুটিন চেকআপের সময় এক নেশাকারবারিকে আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি বেগে আটটি প্যাকেটে ৮ কিলো ১১০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই গাঁজাগুলো নিয়ে অভিযুক্ত উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশ্য রওয়ানা দিয়েছিলেন। ওই গাঁজাগুলোর বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা হবে। ধৃত অভিযুক্ত বিহারের বাসিন্দা ইমাম উদ্দীন (৫৮)।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের অভিযোগ দিলীপ ধরকে খুন করা হয়েছে। তবে পুলিশ এখনও এই মৃত্যুর কারণ নিয়ে কিছু জানায়নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নোটিশ

● প্রথম পাতার পর

কাজ করেন এবং নতুন বাসস্থানের জন্য তাদের কাছে যথেষ্ট পুঁজি নেই। এমন পরিস্থিতিতে, সোমবার তারা সদর মহাকুমা শাসক অফিসে গিয়ে বিকল্প পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তারা অনুরোধ করেন, যেন তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।এ বিষয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বলেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং বসবাসকারী পরিবারের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।

সেন্টারে তালা

● প্রথম পাতার পর

খুশি হয়েছিল শিল্পী বেগম চাকরি হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল রাঙ্গামাটি পঞ্চায়েতকে অবমাননা করে নলছড় আর ডি ব্লকের বর্তমান প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে একই এলাকার শিল্পী দাসকে সহয়িকা পদে চাকরি দেওয়া হয়। ওই খবর প্রকাশ্যে আসতেই গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার ক্ষুব্ধ জনগণরা অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

খুন ৩১ জন

● প্রথম পাতার পর

মোট ৩৯ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই মামলায় ০১ জন অভিযুক্তকে আদালত কর্তৃক সাজা দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, খুন এবং ধর্ষণের মামলায় বর্তমানে ০৬ জন খুনী আসামী জেল বন্দী রয়েছে।

বাজেট অধিবেশনে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর ছাটাই প্রস্তাব আনে বিরোধীরা, প্রস্তাব খারিজ করেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ:আজ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর ছাটাই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। ছাটাই প্রস্তাবের পক্ষে আলোচনা করেন বিরোধী দলের বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় এবং বিধায়ক শৈলেন্দ্রনাথ। বিধায়ক শৈলেন্দ্রনাথ দশটি ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ছাটাই প্রস্তাবের স্বপক্ষে তিনি বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

তিনি বলেন, যেসব ক্ষেত্রে দপ্তর বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে পারেনি সেসব ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা নেই। পরিষদীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথ ছাটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন সমালোচনা তখনই সফল হয় যখন সমালোচনা উন্নয়নের পথ দেখায়। বিগত ঝড় বৃষ্টি ও বন্যায় কৃষি এবং বিদ্যুতের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিরোধীপক্ষ অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবে সমর্থন না জানিয়ে উন্নয়নকে ব্যাহত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

কিন্তু বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা বিরোধীদের আনা ছাটাই প্রস্তাবগুলি খারিজ করে দেন। তিনি বলেন ককবরক ও সংখ্যালঘু ভাষা উন্নয়নের সরকার সব সময় সক্রিয়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এ বাবদ ২ কোটি ১৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তাতে মাতৃভাষায় পড়াশোনা করতে পারবে সংখ্যালঘু ভাষার ছেলেমেয়েরা। ভাষার উন্নয়নে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ জরুরী বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে বিরোধীদের ছাটাই প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী নাকচ করে দেন। তিনি বলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরে কলেজ ও উচ্চ শিক্ষায় ৪৭৩ জন কর্মী আউটসোর্সিং এ নিযুক্ত করা হয়েছে। এজন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিরোধীরা এ বিষয়ে যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। উভয় পক্ষের আলোচনা শেষে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন প্রস্তাবটি ভোটে দেন। প্রস্তাবটি ধনী ভোটে গৃহীত হয়। অর্থাৎ ছাটাই প্রস্তাব খারিজ করে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বাজেট গৃহীত হয়।

থানায় নথিভুক্ত হওয়া অভিযোগ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৪ মার্চ : আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত রাজ্যের থানাগুলিতে জমা হওয়া অভিযোগের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন।

উত্তরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা জানান, ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত রাজ্যের থানাগুলিতে মোট ৯,৩০৮টি অভিযোগ জমা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নথীভুক্ত অভিযোগগুলির মধ্যে ৮,৪৮৫টি অভিযোগের তদন্ত শেষ হয়েছে এবং ৮২৩টি অভিযোগের তদন্ত এখনও চলমান রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে চুরি ও ডাকাতির প্রবৃদ্ধি হয়নি, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৪ মার্চ: আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সারা রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে চুরি ও ডাকাতির বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের সমস্যার বিষয়ে বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের তারাকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা বলেন, রাজ্যে চুরি ও ডাকাতি বৃদ্ধি পায়নি।

তিনি জানান, ২০২৩ সনের তুলনায় ২০২৪ সনে চুরির মামলা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২৩ সালে নথিভুক্ত চুরির সংখ্যা ছিল ২৭৯টি, যা ২০২৪ সালে কমে ২২৮টি হয়েছে।

অপরদিকে, ডাকাতির মামলার পরিসংখ্যান সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৪ সনে ২০২৩ সনের তুলনায় ডাকাতির মামলার সংখ্যা অপরিবর্তিত ছিল এবং কোনো নতুন বৃদ্ধি ঘটেনি, যেখানে ২০২৩ সনে ডাকাতির মামলা ছিল ৪টি।

বৃদ্ধি পেয়েছে

● প্রথম পাতার পর

এবিষয়ে তথ্য দিতে হয়েছে আমাকে। ইতিমধ্যে রাজ্যে এই ধারাগুলির সুষ্ঠ প্রয়োগের জন্য ৮টি জেলাতে ডেপুটি ডিরেক্টর অফ প্রসিকিউশন অফিস গঠন করা হয়েছে। এজন্য ৭০টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসকল পদের মধ্যে রয়েছে - ডেপুটি ডিরেক্টর, এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, অফিস সুপারিনটেনডেন্ট, হেড ক্লার্ক, আপার ডিভিশন ক্লার্ক, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, রেকর্ড কিপার, গ্রুপ ডি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই প্রসিকিউশন যথাযথ হোক। সরকার আইন প্রয়োগকে শক্তিশালী করতে এবং ত্রিপুরার জনগণের পক্ষে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পূর্বাঞ্চলীয় এডিজি

● প্রথম পাতার পর

সাথেও সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তাঁর ভ্রমণপথের অংশ হিসাবে, এডিজি রবি গান্ধী স্থল পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং ফিল্ড কমান্ডার এবং জওয়ানদের সাথে মতবিনিময় করার জন্য সীমান্তে মোতায়েন করা বেশ কয়েকটি ইউনিট পরিদর্শন করবেন। তাঁর সফরের লক্ষ্য বিএসএফ কর্মীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মনোবল বৃদ্ধি করা।

৩ বছরে ৬৩টি

● প্রথম পাতার পর

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সিপিআইএম বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের প্রশ্নের উত্তরে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী-ইন-চার্জ ডাঃ মানিক সাহা জানিয়েছেন, ৬৩টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ১৫টি ক্ষেত্রে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। উপরন্তু, এই ঘটনাগুলিতে চিহ্নিত ৪৬ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই পরিসংখ্যানগুলি স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার জন্য আরও কঠোর পদক্ষেপের জরুরি প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যারা প্রায়শই জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থার প্রথম সারির প্রতিরক্ষা হিসাবে কাজ করেন। অ্যাডভোকেসি গ্রুপ এবং মেডিকেল

অ্যাসোসিয়েশনগুলি হাসপাতালে আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং উন্নত নিরাপত্তা প্রোটোকলের আহ্বান জানিয়েছে।

গ্রেপ্তার ১৭১ পুরুষ ৩১ মহিলা

● প্রথম পাতার পর

সুদীপ রায় বর্মণের প্রশ্নের লিখিত জবাবে এমনটাই জনিয়েছেন আইনমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা।

আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের মার্চ থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এনডিপিএস আইন এবং সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে ৯৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ গাঁজা পাচারের অভিযোগে ১৬২ জন পুরুষ এবং ৭৯ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে।

পূরণ হবে

● প্রথম পাতার পর

করেন তিনি। কর্মসংস্থানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকা প্রয়োজন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

াঙ্গন

সরাইঘাট বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার প্রথম মহিলা রীতা নাগের রৌপ্য পদক জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহিলা বডিবিল্ডিং আসর থেকে আরও একটি পদক। রাজ্য বাসীর জন্য সত্যিকার অর্থেই ক্রীড়া জগতের নিরিখে আরও একটি গৌরবময় দিন ছিল রবিবার। ত্রিপুরার প্রথম মহিলা হিসেবে রিতা (শ্রেয়া) নাগ গুয়াহাটিতে ৩৬তম সরাইঘাট বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ তথা মডেল ফিজিক বিভাগে রৌপ্য পদক অর্জন করেছেন। উল্লেখ্য, আসামের গুয়াহাটিতে ৩৬ তম সরাইঘাট বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী দলের সদস্যা রীতা অনূর্ধ ১৫৫ সেন্টিমিটার বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্য পদক লাভ করেছেন। উল্লেখ্য, ঠিক একমাস আগে অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারিতে উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন কাপ বডিবিল্ডিং এ রীতা স্বর্ণপদক লাভ করে ত্রিপুরাকে গৌরবান্বিত করেছিল। জাতীয় আসরে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করার মধ্য দিয়ে রীতার মতো ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের প্রত্যেকে এবং ক্রীড়া প্রেমী রাজ্যবাসী সকলেই এখন গর্ব অনুভব করছেন। ত্রিপুরা থেকে ৩৬ তম সরাইঘাট বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়ন শিপে ফেডারেশনের গাইডলাইন অনুযায়ী পুরুষ বিভাগে আশিক দেববর্মা এবং মহিলা বিভাগে রীতা নাগ অংশগ্রহণ করেছিলেন। গুয়াহাটিতে এই বডি বিল্ডিং আসরে ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা আন্তর্জাতিক জাজ তনয় দাসও উপস্থিত ছিলেন। কোচ ও টিম ম্যানেজার তথা জাজ হিসেবে দলের সঙ্গে রয়েছেন প্রিয়াংকা দেবনাথ এবং যীশু দেব। রীতার দারুণ সাফল্যে সভাপতি তনয় দাস ও প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ, যীশু দেব সহ টিবিএফএ-র প্রত্যেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

স্ফুলিঙ্গকে ৫৬ রানে হারিয়ে সংহতি টি-২০ ক্রিকেটের শেষচারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন জয়। ৫৬ রানের ব্যবধানে জয়ী সংহতি সেমিফাইনালে খেলবে। শক্তিশালী দল স্ফুলিঙ্গ কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি লীগ ক্রিকেট। নক আউট পর্বে স্ফুলিঙ্গ কে ৫৬ রানে হারিয়ে সংহতি সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় খেলা শুরুতে টস জিতে সংহতি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রীদাম পালের দুর্দান্ত শতরান দলের স্কোর অনেকটা সমৃদ্ধ করে। শ্রীদাম ৬৪ বল খেলে ন-টি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর চ্যালেঞ্জিং করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ তিন উইকেট হারিয়ে ১৭৪ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে পল্লব দাস দুর্দান্ত ১০৩ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকলেও অন্যরা তেমন সঙ্গ দিতে পারেনি বলে শেষ রক্ষা হয়নি। এছাড়া, সংহতির আরুষ শাব্রাওয়াল এর ৭৮ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে স্ফুলিংঙ্গের অপূর্ব বিশ্বাস এবং ভৈবব পাল একটি উইকেট পেয়েছিল। সংহতির যশরাজ জোশি পেয়েছে একটি উইকেট।

টি-২০ ক্রিকেটে হার্ভে-কে হারিয়ে কসমোপলিটন ক্লাব শেষচারে উন্নীত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন কসমোপলিটন ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনালেও দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে হারভে ক্লাবকে। ৪ উইকেটের ব্যবধানে। প্রত্যাশিত এই জয়ের সুবাদে কসমোপলিটন ক্লাব টি২০ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে খেলবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে হার্ভে ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে হার্ভে ১৩০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন এক ওভার বাকি থাকতে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ব্যাটিংয়ে কসমোপলিটনের সৌরভ থুব্রিকরের ৬৩ রান উল্লেখযোগ্য। সৌরভ ৪৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬৩ রান পায়।

হার্বের কপিল সিং যাদবের ৩২ রান এবং তেজস্বী যশোয়ালের ২২ রান উল্লেখ করার মতো। হার্ভের সাহিল সুলতান ১৫ রানে চারটি উইকেট পেলেও ব্যাটার্সরা নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি বলে স্কোর তেমন চ্যালেঞ্জিং হয়নি। কসমোপলিটনের মিহির হিরোয়ানি তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া শংকর পাল পেয়েছে দুটি উইকেট ১৮ রানের বিনিময়ে।

শতরান ঈশানের, দু'রানের জন্য নিজেদের নজির নিজেরা ভাঙতে পারল না হায়দরাবাদ, রাজস্থানের সামনে লক্ষ্য ২৮৭

গত বছর যে জায়গায় শেষ করেছিল, এ বছর সেই জায়গা থেকেই শুরু করল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। রবিবার দুপুরের ম্যাচে হায়দরাবাদ ব্যাটারদের ঝড়ে উড়ে গেল রাজস্থান রয়্যালস। আগে ব্যাট করে ২৮৬/৬ তুলল হায়দরাবাদ। মাতিয়ে দিলেন ঈশান কিশন। শতরান করে নজর কেড়ে নিলেন 'অবাধ্য' ক্রিকেটার। বার্তা দিলেন নির্বাচকদেরও। আগ্রাসী ছন্দে দেখা গেল ট্রেভিস হেডকেও। তিনি অর্ধশতরান করলেন। রাজস্থানের সামনে লক্ষ্য ২৮৭ রান, যা তুলতে পারলে তারাই আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান স্পর্শ করবে বা পেরিয়ে যাবে।আগের মরসুমে প্রতিটি ম্যাচেই আগ্রাসী ব্যাটিং দেখা গিয়েছিল হায়দরাবাদের। তিন বার আড়াইশোর বেশি রান তুলেছিল এবং ছ'বার দুশোর বেশি রান তুলেছিল তারা। যিনি ক্রিজে আসছিলেন তিনিই হাত খুলে খেলছিলেন। এ বারও তার ব্যতিক্রম নেই। রাজস্থানের বিরুদ্ধে প্রত্যেকে ব্যাটারকেই আগ্রাসী ছন্দে দেখা গেল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাঁরাই নামলেন তাঁরাই চালিয়ে খেললেন।গত আইপিএলে হেড এবং অভিষেক শর্মা যে ভাবে শুরুটা করে দিচ্ছিলেন, সেখানেই অর্ধেক কাজ হয়ে যাচ্ছিল হায়দরাবাদের। এ বার তাঁরা তো আছেনই। সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ঈশান। ফলে আইপিএলের ভয়ঙ্করতম টপ অর্ডার হায়দরাবাদের। সেটা বোঝা গেল প্রথম ম্যাচেই।প্রথম ওভারে ১০, দ্বিতীয় ওভারে ১৪, তৃতীয় ওভারে ২১। তিন ওভারেই উঠে গেল ৪৫ রান। হায়দরাবাদের ধ্বংসলীলা শুরু ওখান থেকেই। চতুর্থ ওভারের প্রথম বল অভিষেক (২৪) আউট হতেও যা থামেনি। হেডের সঙ্গে যোগ দেন ঈশান। তিনি আরও ভয়ঙ্কর। দুই বাঁ হাতি মিলে রাজস্থানের বোলারদের নাভিশ্বাস তুলে দেন। ন'টি চার এবং তিনটি ছয় মেরে ৬৭ রানে আউট হন হেড। ঈশানের সঙ্গে যোগ দেওয়া নীতীশ রেড্ডিও আগ্রাসন ছাড়েননি।

তিনিও শুরু থেকে চালাতে থাকেন। ১৫ বলে ৩০ করেন তিনি। তবে নতুন দলের হয়ে প্রথম ম্যাচেই নজর কাড়লেন। ক্রিজ নামার পর থেকে শেষ পর্যন্ত যে ভাবে আক্রমণাত্মক খেললেন, মাঠের চারদিকে শট মারলেন, তা নির্বাচকদের ভাবাতে বাধ্য।রাজস্থানের হয়ে সবচেয়ে খারাপ বল করলেন জফ্রা আর্চার। তিন ওভারে ৫৭ রান দিলেন। ঈশান, হেড দু'জনেই তাঁর উপরে অতিরিক্ত নির্দয় ছিলেন। ভাল লাগল তুষার দেশপান্ডে এবং সন্দীপ শর্মার বোলিং। দু'জনেই বলের গতির হেরফের ঘটিয়ে হায়দরাবাদ ব্যাটারদের খুব একটা মারতে দিলেন না। তবে এক ওভারে নয় রান দেওয়া নীতীশ রানাকে আর বল করানো হল না।

ইডেনে বোলার কোহলি! প্রথম ওভারে বল করেছেন বিরাট

কেরিয়ারের শুরুতে মাঝেমাঝে বল করতেন। তবে দীর্ঘ দিন বল করা ছেড়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলি। ইডেনে দেখা গিয়ে ব্যাটার বিরাটকে। কেকেআরের বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে নেমে ৩৬ বলে অপরাজিত ৫৯ রান করে মাঠ ছেড়েছেন। সেই ম্যাচে তিনি নাকি বলও করেছেন। অন্তত তেমনটাই দেখা গিয়েছে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ইডেনে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নামে কেকেআর। প্রথম ওভারে বল করতে যান বেঙ্গালুরুর জস হেজলউড। কিন্তু সম্প্রচারকারী চ্যানেলে যেখানে বোলারের নাম দেখা যায়, সেখানে লেখা ছিল কোহলি। যদিও কিছু ক্ষণের মধ্যেই নিজেদের ভুল বুঝতে পারে তারা। সঙ্গে সঙ্গে কোহলির নাম সরিয়ে আবার হেজলউডের নাম বসিয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যেই সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।কোহলি কেরিয়ারের শুরুতে বল করতেন। মিডিয়াম পেস করতেন তিনি। টেস্টে ১৭৫, এক দিনের ম্যাচে ৬৬২ ও টি-টোয়েন্টিতে ১৫২ বল করেছেন তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৬৪৩ বল করেছেন কোহলি। এক দিনের ম্যাচে ৫, টি-টোয়েন্টিতে ৪ ও প্রথম শ্রেণিতে ৩ উইকেট রয়েছে তাঁর। কিন্তু কোহলি নিজেই বার বার বলেছেন, তাঁর বোলিং অ্যাকশন খুব খারাপ। তাতে চোট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে ওপিসি-কে হারিয়ে জেসিসি সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালে দারুন চমক। দুর্দান্ত জয় জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের। স্থানীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া দল এ গ্রুপের দ্বিতীয় শীর্ষ স্থানাধিকারী ওপিসি নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরে টি-২০ ক্রিকেট থেকে এবারের মতো বিদায় নিয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ৯ উইকেটে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে জেসিসি সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। পুলিশ একাডেমি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জেসিসি প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ওপিসি ৫১ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জেসিসি ১২.৫ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিজয়ী জেসিসি-র জয়দীপ বণিক দুর্দান্ত খেলে ৪৪ বলে ন-টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৫ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। সম্রাট সূত্রধরের ২৫ রান এবং ওপিসি-র শুভম ঘোষের ৫২ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে জেসিসির প্রিন্স মৌর্য্য ১০ রানে দুটি উইকেট এবং পারভেজ সুলতান একটি উইকেট পেয়েছে। ওপিসি-র শ্যাম শাকিল গন পেয়েছে ১টি উইকেট দুই রানের বিনিময়ে।

ম্যাচের কোন ওভারে খেলা ঘুরে গেল, হারের পর জানালেন নাইট অধিনায়ক রাহানে

ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ হারতে হল গত বারের চ্যাম্পিয়নদের। কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ম্যাচ হারলেন অজিঙ্ক রাহানে। ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভাল করলেও কোথায় ঘুরে গেল খেলা? হারের পর জানালেন রাহানে।প্রথম তিন ওভারে মাত্র ৯ রান হলেও তার পরে রান তোলার গতি বাড়ান রাহানে ও সুনীল নারাইন। রাহানে আগ্রাসী ব্যাটিং করছিলেন। একের পর এক বড় শট মারছিলেন। পেসার, স্পিনার সকলের বলে মারছিলেন। অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ম্যাচে অর্ধশতরানও করেন তিনি। কিন্তু নারাইন ও রাহানে অল্প ব্যবধানে আউট হন। তার পরেই রান তোলার গতি কমে যায়। রাহানেরও মনে হয়েছে সেখানেই খেলা ঘুরে গিয়েছে।হারের পর কেকেআরের অধিনায়ক বলেন, "১৩ ওভার পর্যন্ত খুব ভাল ব্যাট করছিলাম। কিন্তু তার পর দু'তিনটে উইকেট পড়ে গেল। সেখানে খেলা ঘুরে গেল। পরের ব্যাটারেরা তাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করলেও পারেনি।" প্রথম ১০ ওভারে ১০৭ রান করেছিল কেকেআর। দেখে মনে হচ্ছিল, ২০০ রানের বেশি হবে। কিন্তু তা হয়নি। রাহানেও সেই কথাই বললেন। তিনি বলেন, "যখন আমি আর বেঙ্কটেশ ব্যাট করছিলাম, তখন ২০০-২১০ রান করার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু পর পর কয়েকটা উইকেট পড়ায় রান তোলার গতি কমে যায়। ইডেনে ২০০ রানের বেশি না করলে জেতা যায় না। সেটাই হল।"কেকেআরের যেখানে সমস্যা হয়েছে, সেখানেই বাজিমাত করেছে বেঙ্গালুরু। কোনও সময় রান তোলার গতি কমতে দেয়নি তারা। পরের দিকে শিশির পড়ায় তাদের কাজ আরও কিছুটা সহজ হয়ে যায়। মাঠে কী পরিমাণ শিশির পড়ছিল তা জানিয়েছেন রাহানে। তিনি বলেন, "সামান্য শিশির পড়ছিল। কিন্তু ওরা পাওয়ার প্লে-তে খুব ভাল ব্যাট করেছে। ওরা জানত লক্ষ্য খুব বড় নয়। তাই কাজটা ওদের পক্ষে সহজ হয়েছে।"মরসুমের শুরুটা খারাপ হলেও এই ম্যাচ নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবতে চান না রাহানে।

শতদলকে নকআউট করে অপরাজিত ব্লাডমাউথ ক্লাব সেমিফাইনালে পৌঁছুলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্লাড মাউথ সেমিফাইনালে। অপরাজিত ভূমিকায়। টি-টোয়েন্টি ট্রফির অন্যতম দাবিদার। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের মূল পর্বের খেলা আজ, সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ তথা নকআউট খেলায় ব্লাড মাউথ ক্লাব চার উইকেটের ব্যবধানে শতদল সংঘকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। লীগ পর্য্যায়ে টানা ছয়টি ম্যাচে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে ব্লাডমাউথের খেলোয়াড়দের মনোবল যথেষ্ট তুঙ্গে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ২০ ওভারে শতদল সংঘ সাত উইকেট হারিয়ে ১৫১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাডমাউথ ক্লাব অন্তিম ওভারে বিশেষ করে তিন বল বাকি থাকতে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে আনন্দ ভৌমিক দুর্দান্ত ৫১ বল খেলে নটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬৯ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। তবে শতদল সংঘের রাহুল সূত্রধরের ৪৬ রান এবং দ্বীপজয় দেব-এর ৪০ রান উল্লেখযোগ্য ছিল। বিশেষ করে রাহুল ১৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪৬ রান সংগ্রহ করেছিল। বোলিংয়ে শতদলের বিপিন কুমার শর্মা ৩৫ রানে তিনটি উইকেট পেলেও ব্লাডমাউথের রবি কার্তিকেয় এবং সৌরভ দাস দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

টি-২০ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ ব্লাডমাউথ-সংহতি, জেসিসি-কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনাল এর লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামীকাল (মঙ্গলবার) দুই মাঠে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল দুই মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকাল দশটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে সংহতি ক্লাবের বিরুদ্ধে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং কসমোপলিটন ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, লীগ পর্য্যায়ের খেলায় ব্লাড মাউথ এবং সংহতি ক্লাব, একইভাবে জেসিসি এবং কসমোপলিটন ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে একবার করে মুখোমুখি হয়েছিল। ১৩ মার্চে ব্লাডমাউথ ক্লাব ৫ উইকেট এর ব্যবধানে সংহতি ক্লাবকে পরাজিত করেছিল। একইভাবে লীগ পর্য্যায়ের খেলায় ২১ মার্চ কসমোপলিটন ক্লাব চার উইকেটের ব্যবধানে জেসিসি-কে হারিয়েছিল। আগামীকাল সেমিফাইনাল তথা নকআউট ম্যাচে কোন দুই দল জয়ী হয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে তাই এখন দেখার বিষয়।

উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে ঢুকে বিরাটের পা ছুঁয়ে প্রণাম! অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেফতার করল পুলিশ

ভরা ইডেন। সেখানে কান পাতলে তখন শুধু একটাই চিৎকার, 'বিরাট, বিরাট...'! অগণিত ভক্তের মন ভাঙেননি তিনি। তাঁর ব্যাটে তখন রানের ফুলঝুরি। সেই সময় আচমকাই নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়েন এক ব্যক্তি। এসে সটান বিরাট কোহলির পা ধরে শুয়ে পড়েন! সেই ঘটনার ভিডিয়ো শনিবার রাত থেকেই ঘুরছে সমাজমাধ্যমের পাতায়। এ বার এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করল কলকাতা পুলিশ। ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে, জানাল লালবাজার।পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) ম্যাচ চলাকালীন গ্যালারি থেকে মাঠে ঢুকে পড়ার অভিযোগে ঋতুপর্ণ পাখিরা নামে এক তরুণকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানা এলাকায়। শনিবার ইডেনের 'জি' ব্লকে দর্শকাশনে ছিলেন তিনি। আরসিবির ইনিংসের তখন ১৩তম ওভার চলছে।

ক্রিজে রয়েছেন বিরাট। তাঁর ব্যাটে তখন চার, ছয়ের বন্যা। ইডেনে দাঁড়িয়ে কলকাতাকে হারানোর সব ছক কষে ফেলেছেন তিনি। সেই সময়ই মাঠে ঢুকে পড়েন ঋতুপর্ণ।পুলিশ সূত্রে খবর, 'জি' ব্লকের সামনে থাকা নিরাপত্তারকর্মীদের চোখে 'ধুলো' দিয়ে ঋতুপর্ণ জাল টপকে সোজা ঢুকে পড়েন মাঠে। তাঁকে ধরার জন্য পিছন পিছন তখন ছুটছেন নিরাপত্তাকর্মীরা। যদিও সেই দিকে তাঁর কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। সোজা ছুটে চলে যান বিরাটের কাছে। ক্রিজের মাঝেই বিরাটের পা ধরে সাষ্টাঙ্গে প্রমাণ করেন তিনি। যদিও পরমুহূর্তেই নিরাপত্তাকর্মীদের হাতে ধরা পড়েন ঋতুপর্ণ।ঘটনার পরই অভিযুক্ত তরুণকে আটক করে ময়দান থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সেই মামলায় রবিবার ঋতুপর্ণকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ পদক্ষেপ করলেও নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।

বিশ্বজয়ী নেতার বিরুদ্ধে ভারতের একঝাঁক অধিনায়ক! রবিবার লড়াই সফলতম দুই দলের

এক দিকে ভারতের সফলতম অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, এক দিনের বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিলেন। পাঁচ বার আইপিএল জিতেছিলেন। এখন যদিও তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক নন। উইকেটের পিছনে দস্তানা হাতে থাকবেন।

অন্য দিকে, এই মুহূর্তে ভারতকে বিভিন্ন ফরম্যাটে নেতৃত্ব দেওয়া সব অধিনায়ক। ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব রবিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে নেতৃত্ব দেবেন। সদ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী রোহিত শর্মা সেই দলের হয়ে ওপেন করবেন। দলে থাকলেও খেলতে পারবেন না মুম্বইয়ের অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্য। তিনি একটি ম্যাচের জন্য নির্বাসিত। খেলতে পারবেন না জসপ্রীত বুমরাহও। তাঁর চোট রয়েছে। টেস্টে ভারতের সহ-অধিনায়ক তিনি। রবিবার মুখোমুখি চেন্নাই এবং মুম্বই। আইপিএলের ইতিহাসে এই দু'টি দল সবচেয়ে বেশি বার ট্রফি জিতেছে। সফলতম দুই দলের লড়াইয়ের অপেক্ষায় আইপিএল। আইপিএলের একটি বিজ্ঞাপনে ধোনি এবং সঞ্জু স্যামসনকে দেখা যায়। যেখানে ৪২ বছরের ধোনি বলেন ১৩ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর কথা। তার জন্মের আগে ধোনি আইপিএল জিতেছিলেন। এখনও খেলছেন তিনি। যদিও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, এটাই কি ধোনির শেষ আইপিএল?

গত কয়েকটি বছর ধরে বার বার শোনা যায় এই প্রশ্ন। যদিও পরের বার আবার তাঁকে খেলতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু এই বছর ধোনি চেন্নাই শিবিরে পৌঁছোনোর দিন তাঁর টিশার্টের লেখা ঘিরে তৈরি হয়েছিল নতুন জল্পনা। কালো টি-শার্টের উপর সাদা রং দিয়ে সাঙ্কেতিক ভাষায় (মোর্স কোড, টেলিগ্রামে ব্যবহার করা হত) লেখা ছিল। যার অর্থ 'শেষ বারের মতো'। তা হলে কি এ বার আইপিএল খেলেই অবসর নেবেন ধোনি? আবার সেই প্রশ্ন। উত্তর এখনও অজানা।

এই রবিবার থেকেই কি শেষের শুরু? ধোনি হয়তো তাঁর শেষ আইপিএল অভিযান শুরু করছেন। যাঁর জন্য আইপিএল নিয়ম বদলে যায়। পরিবর্তিত নিয়মের কারণেই ধোনি এ বারের আইপিএলে 'আনক্যাপড' ক্রিকেটার। তাঁর প্রভাব ভারতীয় ক্রিকেটে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

চেন্নাই দলের অধিনায়ক না হলেও তাঁকে অভিভাবক বলা চলে। নেতা রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের মাথার উপর সব সময় থাকবেন। উইকেটের পিছন থেকে লক্ষ্য রাখবেন তাঁর অনুজ কোনও ভুল করছেন কি না। করলে দাদার মতোই এগিয়ে যাবেন ভুল ধরিয়ে দিতে। তাই উইকেটরক্ষক ধোনি অধিনায়ক না হলেও তাঁকে অস্বীকার করতে পারবে না মুম্বই। চেন্নাই দলের এক্স ফ্যাক্টর যে ধোনিই।

চেন্নাই দলের মুখ একমাত্র ধোনিই। মুম্বই সে দিক দিয়ে বিপরীত মেরুতে। সেই দলে মুখের ভিড়। রোহিত, বুমরাহ, হার্দিক, সূর্যকুমার, সকলে একই দলে। সেই সঙ্গে তরুণ তিলক বর্মা রয়েছেন। যিনি ইতিমধ্যেই ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে দু'টি শতরান করে ফেলেছেন। রবিবার হার্দিক এবং বুমরাহ না থাকায় একটু শক্তিক্ষয় হয়েছে মুম্বইয়ের। তবে বুমরাহ না থাকলেও ট্রেন্ট বোল্ট থাকবেন। হার্দিক না থাকলেও তাঁর অভাব ঢাকার তাগিদ থাকবে তরুণ নমন ধীর এবং রাজ অঙ্গদ বাওয়ার।

রবিবারের ম্যাচে নজর থাকবে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের উপরেও। সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। এই আইপিএল তাঁর জবাব দেওয়ার মঞ্চ। অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে প্রথম একাদশে সুযোগ না পাওয়ার কারণে তিনি সরে গিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়।

ফলে তাঁর মধ্যে এখনও যে ক্রিকেট বেঁচে রয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্য আইপিএলই সেরা মঞ্চ। অশ্বিন সেটা জানেন। সঙ্গী হিসাবে তিনি পাবেন রবীন্দ্র জাডেজাকে। ধোনির ভারতীয় দলে অশ্বিন-জাডেজা জুটি ছিল প্রতিপক্ষের ত্রাস। এ বার চেন্নাই দলেও যখন তাঁরা বল করবেন, তখন উইকেটের পিছনে থাকবেন সেই ধোনি।

ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে সচেষ্ট রয়েছে রাজ্য সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ: ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ও যত্নশীল। এজন্য রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজে আরো ৪০১ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য প্রক্রিয়া চলছে।

সোমবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে এই তথ্য তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ২,১৬,৭৮,০০০ টাকা আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীরা যাতে মাতৃভাষায় পড়াশুনা করতে পারে এরজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদের ভাষা প্রসারের জন্য সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে বর্তমানে ২৫টি সরকারি ডিগ্রি কলেজ, ৫টি প্রফেশনাল ডিগ্রি কলেজ, ৬টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ১টি ডিগ্রি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট এবং ৩টি এনসিসি ইউনিট রয়েছে। রাজ্যের এসকল কলেজ ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে সুইপিং, ক্লিনিং স্টাফ, সিকিউরিটি গার্ড, কুক সহ বিভিন্ন পদে ৪৭৩ জন কর্মচারীকে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন পাওয়ার পর নিয়োগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস ঃ ফল মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ: আজ বিশ্ব যক্ষা দিবস। এই রোগটি নির্মূল করার জন্য বিশেষ গুরুত্বসহকারে পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। আমরাই পারবো এই রোগকে নির্মূল করতে। আসুন সংকল্প করি, বিনিয়োগ করি, বাস্তবায়ন করি। ২০২৫ সালে বিশ্ব যক্ষ্মা রোগ দিবসে এই মহা মূল মন্ত্র নিয়ে গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্য থেকে যক্ষা রোগ নির্মূল করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর।

সোমবার এই যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে জিবিপি হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফুল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট শংকর চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। এক সাক্ষাৎকারে মেডিকেল সুপার বলেন রাজ্যে টিবি রোগীদের বিনামূল্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঔষধ পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের বেশ কয়েকটি গ্রাম টিবিমুক্ত হিসেবে ঘোষিত হয়েছে বলে তিনি জানান।

৬ এপ্রিল আগরতলা প্রেস ক্লাবে নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ : আগামী ৬ই এপ্রিল ২০২৫ (রবিবার) আগরতলা প্রেস ক্লাবের পরিচালন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে এক নির্বাচিনী নির্ঘন্ট জারি করেছেন নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার, আইনজীবী সন্দিপ দত্ত চৌধুরী। একইদিনে সকাল ১০ টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভাও অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচিনী নির্ঘন্টে রিটার্নিং অফিসার উল্লেখ করেছেন যে, আগামী ৬ই এপ্রিল ২০২৫ (রবিবার) দুপুর ১ টা থেকে ৫ টার মধ্যে পরিচালন কমিটির নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পরেই গণনা শুরু হবে। তাছাড়া নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রদান/ গ্রহণ/ জমা ২৪ মার্চ ২০২৫ থেকে ৩০ মার্চ ২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা অবধি। মনোনয়ন পরীক্ষা ৩১ মার্চ ২০২৫ সন্ধ্যে ৭.৩০ মিনিটে। মনোনয়ন প্রত্যাহার ১লা এপ্রিল ২০২৫ সন্ধ্যে ৭.৩০ মিনিট অবধি। ৬ই এপ্রিল ২০২৫ (রবিবার) সকাল ৯টা থেকে রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে। সকাল ১০ টায় সভার সূচনা, তারপর বার্ষিক প্রতিবেদন ও হিসাব পেশ। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা শেষে সম্পাদকের জবাবি ভাষণ। দুপুর ১ টায় সাধারণ সভার সমাপ্তি। তারপর বিরতি ও মধ্যান্নভোজন। নির্বাচন দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি।

১,০০০ কনস্টেবল পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ : বর্তমানে ১,০০০ পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। তাতে ৩৩ু পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষন রাখা হয়েছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথ্য মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।এদিন তিনি বলেন, চলতি বছরের ১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের আরক্ষা প্রশাসনে বর্তমানে একাধিক শূন্যপদ রয়েছে বলে জানা গেছে। ১ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন স্তরে শূন্যপদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।এদিন তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৩৩ু সংরক্ষণ নীতি

বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত সরসপুর গ্রামের ৩ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ মার্চ: দেশ স্বাধীনের সাতাত্তর বছর পেরিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত বিদ্যুতের ছোঁয়া পায়নি উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লকাধীন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ডের তিনটি পরিবার। সুশাসনের রাজ্যে এ যেন অন্ধকার রাত কাটাচ্ছেন বিজেপি দলেরই একনিষ্ঠ কর্মী শ্যামল পাল। গ্রামাঞ্চলে এখনো সাধারণ মানুষ বিদ্যুতের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তারই নমুনা সরসপুর গ্রামের তিন নং ওয়ার্ড।

স্থানীয় ওয়ার্ডের শ্যামল কুমার পাল(মৃত পুলিন বিহারী পাল) জানান,তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর যাবত ওই গ্রামে বসবাস করে আসছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত তার ভাগ্যে জুটেনি বিদ্যুতের ছোঁয়া। বিদ্যুৎ পেতে স্থানীয় মেম্বার, প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ব্লক আধিকারিক সকলের দরজায় দরজায় কড়া নাড়ালেও কোনো কাজ হয়নি।

তিনি জানান, প্রায় কুড়ি বছর তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক ও বিজেপির দলের একজন পৃষ্টা প্রমূখের দায়িত্বে থাকলেও তার বাড়িতে পড়েনি বিদ্যুতের আলো। একটি সরকারি ঘর পেলেও বিদ্যুতের কারণে মিস্ত্রিরা কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করছে,তাতে থমকে রয়েছে ঘরের কাজও। তিনি জানান, রাত হলে একমাত্র ভরসা সত্যযুগের সেই কুপি বাতি। এক কথায় মাসের পনেরো দিন আমাবস্যা ও পনেরো দিন জ্যোৎস্না থাকলেও তাদের ভাগ্যে গোটা মাসই অমাবস্যার সমান। তাই বিদ্যুৎ পেতে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে তার স্ত্রী বিনা রানী পাল জানান, একেতো পরিবারে আর্থিক অভাব অনটন তার উপর যুগ যুগ ধরে নেই বিদ্যুৎ পরিষেবা। তাছাড়া তারা বিজেপি দলের সক্রিয় কর্মী থাকার পরেও তাদের ভাগ্যে ঝুটেনি বিদ্যুৎ পরিষেবা। দশ থেকে পনেরো বছর পূর্বে বিদ্যুতের খুঁটি পুতে গেলেও সেই খুঁটিতে বিদ্যুতের সংযোগ আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। তাছাড়া তাদের দুই ছেলে ও এক মেয়েকে বিদ্যুতের কারণে ভালোভাবে পড়াশোনা করাতে পারেননি।মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও দুই ছেলে কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোর থাকে।কিন্তু বিদ্যুতের অভাবে মোবাইল ব্যবহার করতে না পারায় ছেলেদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না তারা।তাছাড়া ছেলেরা বাড়িতে আশা তো দূরের কথা টাকা-পয়সাও পাঠায় না। অপরদিকে সুজাতা দাস শর্মা নামের ওপর এক মহিলা জানান তাদের বিদ্যুৎ যন্ত্রণার কাহিনী।

তিনি জানান,বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি আসার পর থেকে বিদ্যুতের আলো চোঁখে পড়েনি। তার ঘরে এক ছাত্র

২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবকে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয় : গোপাল রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ: ২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবকে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয় বলে উল্লেখ করেন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। এই বাজেট জনগণের স্বার্থ সুরক্ষা করতে সক্ষম হবে না বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বেকার বিরোধী কর্মচারী বিরোধী ও জনস্বার্থ বিরোধী আখ্যায়িত করে জনকল্যাণমূলক বাজেট গ্রহণ করার জন্য সরকার পক্ষের কাছে অনুরোধ জানান। তিনি এ ব্যাপারে বেশ কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায় বলেন, রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে আরও অধিক সংখ্যক চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা প্রয়োজন। এবারের বাজেট প্রস্তাব স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তিনি। স্বাস্থ্য খাতে আরও অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। শিল্প ক্ষেত্রেও অধিক অর্থ বরাদ্দের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক গোপাল রায় বলেন শিল্প কোন কারখানা গড়ে না উঠলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাবে। পর্যটন ক্ষেত্রে এবারের বাজেটে ১৫ কোটি ৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পর্যটনের উন্নয়নে এই টাকা মোটেই যথেষ্ট নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশের লক্ষ্যে আরো অধিক অর্থ বরাদ্দ করা জরুরী। রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্র ও পর্যটকদের থাকার জন্য যেসব কেন্দ্র রয়েছে সেগুলোর উন্নয়ন প্রয়োজন। এগুলো পরিকাঠামো খুবই নড়বড়ে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এম এন রেগায় বাজেট কমানোর ঘটনায় রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। গত সাত বছরে রাজ্যে কত সংখ্যক চাকরি হয়েছে তার সেতপত্র প্রকাশের দাবিও জানিয়েছেন বিধায়ক গোপাল রায়। অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ প্রয়োজন। বিরোধীদের উত্থাপিত প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে বাজেটকে আরো জনমুখী করে তোলার জন্য এদিন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে দাবি জানান বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়।

আলোচনায় অন্যান্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন বিধায়ক রামু দাস এবং বিধায়ক রঞ্জিত দাস। বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বিধায়ক রঞ্জিত দাস বলেন, বাজেট কর্মসংস্থান মুখী, জনমুখী হয়নি। এবারের বাজেটে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে গত বাজেটেও এইসব প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় বিধায়কগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ: বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে আজ প্রথমেই প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। প্রশ্নোত্তর পর্বের শুরুতেই বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা তারকা চিহ্ন এক প্রশ্নে জানতে চান ছামনু থেকে গোবিন্দবাড়ির রাস্তার কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে। পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা জানান, ছামনু থেকে গোবিন্দ বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটির কাজ চলেছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা বলেন, কাজ ধীরগতিতে চলার ফলে রেশন ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

বিধানসভার মুখ্য সচেতন বিধায়িকা কল্যাণী রায় তারকা চিহ্নিত প্রশ্নে বলেন, ধর্মনগরে অবস্থিত দুর্গাপুর রেলওয়ে লেবেল ক্রসিং এর রাস্তা থেকে কামেশ্বর পর্যন্ত ওরাল পুল নির্মাণ করার কোনো পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে কিনা। মুখ্যমন্ত্রী জানান এবিষয়ে জানান, আপাতত এ ধরনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই। অতিরিক্ত প্রশ্ন এনে বিধায়িকা কল্যাণী রায় বলেন ,অফিস , স্কুল কলেজ চলাকালীন সময়ে ওই স্থানে প্রচন্ড যানজট সৃষ্টি হয়। তিনি নিজেও একদিন ওই স্থানে যানজটে আটকে পড়ে দুর্ভোগের শামিল হন। জনগণের সার্বিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে লেবেল ক্রসিংয়ের বিষয়গুলো রেলওয়ে দপ্তরকে জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য চিঠি দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিধায়ক অভিষেক দেবরায় তারকা চিহ্নিত এক প্রশ্নে জানতে চান, মাতাবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত গর্জি এবং মহারানীর পুলিশ ফাঁড়িগুলিতে নতুন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গর্জিতে ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন করে আর কোন ব্যারাক নির্মাণের পরিকল্পনা নেই। এ বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সারা রাজ্যে সাত কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আগামী দিনে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ হলে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিধায়ক মৈলাফ্র মগের তারকা চিহ্নিত এক প্রশ্নের উত্তরে পূর্ত দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জানান, মনুবাজার থেকে মাগুরছড়া যাওয়ার রাস্তার ওপর আরসিসি ব্রিজ নির্মাণের জন্য ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। শীঘ্রই এর নির্মাণ কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।বিধায়ীকা সপ্না দেববর্মার তারকা চিহ্নিত এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান ,মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন করে আর কোন রেভিনিউ সার্কেল তৈরি করার আপাতত পরিকল্পনা নেই।

বিধায়ক নয়ন সরকার তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জানতে চান ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বামুটিয়ায় নতুন ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা। তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালে তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বামুটিয়ায় একটি ফায়ার স্টেশন গড়ে তোলা হবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় এ বিষয়ে দপ্তরের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে বিধায়ককে আশ্বস্ত করেছেন।

বিধায়ক দীপঙ্কর সেন তারকা চিত্র প্রশ্নে জানতে চান বিশ্রামগঞ্জ, সোনামুড়া, কাঁসারী, ঝরঝরি, মনুরমুখ হয়ে শ্রীনগর পর্যন্ত বর্তমান রাস্তাটি যোগাযোগের জন্য জাতীয় সড়কে রূপান্তরের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে কিনা। মুখ্যমন্ত্রী জানান এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব পাঠানো হয়নি। তবে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

এছাড়াও বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় তারকা চিহ্নিত প্রশ্নে জানতে চান বর্তমানে রাজ্যে সাজার পরিমাণ কত এবং শাজাহার বৃদ্ধির জন্য আরক্ষা দপ্তরের প্রত্যেক থানায় স্পেশাল সেল তৈরি করার কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা। তথ্য দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা জানান ২০২৪ সালে সাজার হার ২৯.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সাজার হার বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক থানায় সেল গঠনের পরিকল্পনা নেই বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব তারকা চিহ্নিত প্রশ্নে জানতে চান, কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর মাঠটিকে উন্নতিকরন এবং গ্যালারি সহ আধুনিক মাঠ করার কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় জানান আপাতত এ ধরনের পরিকল্পনা নেই। তবে বিধায়িকার কাছ থেকে ভবিষ্যতে যথাযথ প্রস্তাব আসলে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বিধায়িকা বলেন এই বিধানসভা এলাকায় ৪২ টি বিদ্যালয় রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক যুবতীদের শরীরচর্চা সহ খেলাধুলার উন্নয়নে এখানে একটি স্টেডিয়াম গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে জোরালো দাবি জানান তিনি।

তিনদিনের সফরে রাজ্যে এলেন বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের এডিজি রবি গান্ধী

তীব্র জল সংকটে ভুগছেন কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ: উত্তর কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের, অন্তর্গত থানামুড়া ভাটি কলমচৌড়া, গ্রামের ২০০ এর উপরে পরিবার দীর্ঘ নয় দশ দিন ধরে পানীয় জলের জন্য দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। ট্রান্সমিটার বিকল হয়ে আছে। মিটার বিকল হওয়ার ঘটনা পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানকে জানানো হয়েছে। কিন্তু দ্রুত সুরাহা এবং সারাই এর কোন চেষ্টাই করছে না বিদ্যুৎ দপ্তর, এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীর।

এখনো পর্যন্ত সেই ট্রান্স মিটার সরাই করার কোনো উদ্যোগ গ্রহন করেনি দপ্তর। ফলে তীব্র জল কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে স্থানীয়দের। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এলাকাবাসীদের মধ্যে। শীঘ্রই এই সমস্যা সমাধান না হলে আন্দোলনে নামবেন বলেও হুশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

ওমেন্স কলেজের সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ: ওমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে আজ জল সংরক্ষণ বিষয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আগরতলা শহরের জনবহুল রাস্তায় পথ চলতি মানুষকে জল সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি তাদের হাতে লিফলেট তুলে দেওয়া। জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য জনগণকে সচেতন করার এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করে ওমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের ছাত্রীরা।

তারা জনগণের কাছে আহ্বান রাখেন আসুন আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই কোন অবস্থাতেই জল অপচয় করব না, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে রাখবো। পুকুর ভরাট করা বন্ধ করতে হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। সম্প্রতিকালে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী শহর কেপটাউন কে বিশ্বের প্রথম জলহীন শহর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিষয়টি মাথায় রেখেই আগামী দিনে প্রাণিজগত কে বাঁচাতে হলে জলকে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলেজের এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য।

পণের দাবিতে স্বামী-স্ত্রীর দুই পরিবারের মধ্যে মারপিট, আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ: পণের দাবিতে স্বামী-স্ত্রীর দুই পরিবারের মধ্যে চরম মারপিটের ঘটনা। আর এই পণ প্রথাকে কেন্দ্র করেই স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে স্ত্রীসহ একাধিক ব্যক্তিকে মারপিট করে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে। চরম এই নেক্কারজনক ঘটনা সংঘটিত হলো উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন দক্ষিণ ফুলবাড়ী গ্রামে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিগত বারো বছর পূর্বে ফুলবাড়ী গ্রামের ছয় নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল মন্নানের মেয়ে সুলতানা বেগমের(২৭) সাথে ইচাইলালছড়া গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউর রহমানের বিবাহ হয় মুসলিম রীতি অনুসারে। বিয়ের পর থেকেই বাপের বাড়ি থেকে এক লক্ষ টাকা এনে দেওয়ার জন্য দরিদ্র সুলতানার উপর চলে অমানবিক অত্যাচার, এমনটাই অভিযোগ। তখন হতদরিদ্র সুলতানা জানায় তার বাবা দিনমজুর তাই এত টাকা তার পরিবার দিতে পারবে না। তখন থেকেই অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে। বহুবার সালিশি সভাসহ থানায় মামলা গড়ালেও সুলতানার উপর অত্যাচার বন্ধ করেনি তার স্বামী সহ তার নিকটাত্মীয়রা। এতে করে বিবাহের বারো বছর কেটে গেলেও তার অত্যাচারের মাত্রা বিন্দুমাত্র কমেনি। ইতিমধ্যে সুলতানার গর্ভবতী অবস্থায়ও চলে চরম মারপিট। গত ২১ মার্চ শুক্রবার বিকাল চারটা নাগাদ এই পণ প্রথাকে কেন্দ্র করে সুলতানার স্বামীর বাড়ির লোকজনেরা এসে সুলতানা সহ তার মা হেনা বেগম (৫২), বোন জামাই জাকির হোসেন (৩৫)ও অন্যান্য ব্যক্তিদের চরম মারপিট শুরু করে বলে অভিযোগ করে গৃহবধূ সুলতানা। এতে গুরুতর আহত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকে তারা। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ও প্রেমতলা দমকল কর্মীরা। দমকল কর্মীরা,গুরুতর আহতদের প্রথমে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতাল ধর্মনগরে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। এদিকে এই মারপিটের ফলে সুলতানার মার হাতের হাঁড় ভেঙ্গে যায় এবং তার বোন জামাইকেও লোহার রড ও দা দিয়ে আঘাত করলে সেও গুরুতর আহত হয়। সঙ্গে গর্ভবতী সুলতানাকেও চরম মারপিট করা হয় বলে জানায় সে। আহত জাকির হোসেনের বাড়ি অসমের কাঁটলতলীতে, সে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে তার শ্বশুরবাড়িতে এসে এই মারপিটের শিকার হয় বলে জানায় সে।

এদিকে সুলতানার স্বামীর বাড়ির শামসুল হক, বদরুল হক, আলমাস, কামাল কাসিম, আব্দুল ওয়াহিদ, নেজাম উদ্দিন, সেলিম উদ্দিন ও আইনুল হকরা চরম মারপিট করে বলে অভিযোগ করে গৃহবধূ সুলতানা। গৃহবধূ আরো জানায়, তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে চুরাইবাড়ি ও কদমতলা থানায়। এর পূর্বেও বহুবার মানসিক অত্যাচার সহ মারধোর,এমনকি প্রাণে মারার হুমকিও দেয় উপরোক্ত অভিযুক্তরা বলে জানায় গৃহবধূ সুলতানা।

মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ: গতকাল রাতে কাশিপুর এলাকায় অটোরিকশা এবং মারুতি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন ৬ জন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন দুজন মহিলা। বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে জিবি হাসপাতালে।গতকাল রাতে আগরতলার কাশিপুর এলাকায় অটোরিকশা এবং মারুতি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই মহিলা সহ মোট আহত হয়েছেন ৬ জন। পরবর্তীতে গোলবাজার ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন জিবি হাসপাতাল। জানা গেছে আহতদের মধ্যে সবার অবস্থাই আশঙ্কাজনক। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে।

অর্থমন্ত্রীর ইফতার সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ মার্চ।। অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছর বছরও রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের অর্থ সমন্বয় ও পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী তথা ৩১ রাধা কিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তিনবারের বিধায়ক প্রণজিৎ সিংহ রায় ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে তার বিধানসভা এলাকার প্রতিটি মসজিদে পবিত্র রমজান মাসে ইফতার সামগ্রী বিতরন হয়।মন্ত্রীর দেওয়া ইফতার সামগ্রী ও শুভেচ্ছা বার্তা গুলি প্রতিটি মসজিদে পৌঁছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas